প্রথম অধ্যায়: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

- 'অর্থনীতির জনক' হিসেবে পরিচিত।
- অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন।
- অর্থনীতিতে 'অদৃশ্য হাত' ধারণাটির প্রবক্তা।
- 'ক্ল্যাসিকাল' এবং 'লেইসে ফেয়ার' বাদের প্রবক্তা।

অ্যাডাম স্মিথ

পল স্যামুয়েলসন

- বিখ্যাত মার্কিন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ।
- আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- তাঁর মতে- 'অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান'।

অর্থনীতির বেসিক তথ্য

- মৌলিক অর্থনীতির সমস্যা ব্যাখ্যা করেন- পি.এ. স্যামুয়েলসন।
- প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যাপক মার্শাল।
- জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষমতাই- দক্ষতা।
- অর্থনীতি হলো কল্যাণের বিজ্ঞান- অধ্যাপক মার্শাল।
- অর্থনীতি হলো স্বল্পতার বিজ্ঞান- এল. রবিন্স।
- অর্থনীতি হলো দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং আয় ও নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনা- জে. এম. কেইনস।
- 'The General Theory of Employment, Interest and Money' বইটির লেখক- জন মেনার্ড কেইনস।
- আধুনিক ম্যাক্রোইকোনোমিক তত্ত্বের প্রবক্তা- জে. এম. কেইনস।
- সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতার ধারণাটি বর্ণনা করেন- এল. রবিন্স।
- শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা- কার্ল মার্কস।

অর্থনৈতিক সমস্যা

দ্রব্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে অভাব পূরণ এবং তৃপ্তি লাভ করাই হলো মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য। **'অসীম অভাব'** ও **'সম্পদের সীমাবদ্ধতা'** থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত।

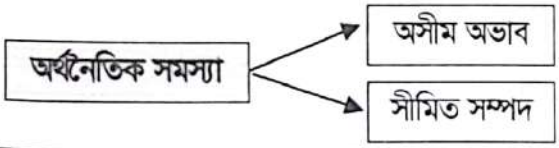

যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ, যাদের হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা ও বিনিময় মূল্য বিদ্যমান, সেগুলোই অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ। সম্পদ বলতে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন উপাদানকে **(ভূমি, শ্রম, মূলধন)** বোঝায়।

সম্পদ → উৎপাদন প্রক্রিয়া → দ্রব্য ও সেবা

অধ্যাপক রবিন্সের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে **৩টি** বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা-

(১) অসীম অভাব।
(২) সীমিত/দুষ্প্রাপ্য সম্পদ।
(৩) সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার।

আরো জানতে হবে

- মানুষের অভাবের তুলনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের স্বল্পতাই- দুষ্প্রাপ্যতা।
- সকল সমাজের মূল সমস্যা- সম্পদের সীমাবদ্ধতা।
- মানুষের অসীম অভাবকে বলে- অসীমতা।
- প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাকে বলে- সীমিত সম্পদ।
- মানুষের অসংখ্য অভাবে মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে অভাব পূরণ করাই- নির্বাচন।
- অভাব অসীম ও সীমাবদ্ধ সম্পদের কারণেই- নির্বাচনের ধারণার উৎপত্তি।
- প্রকৃতিতে সম্পদ পর্যাপ্ত না থাকার কারণেই উদ্ভব হয়েছে- অর্থনৈতিক সমস্যায়।

CamScanner

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(২) নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(৩) মিশ্র অর্থব্যবস্থা
(৪) ইসলামি অর্থব্যবস্থা

০১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ইউরোপে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ব্যতিরেকে অবাধ দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

♦ **বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি হলো-** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা
- ব্যক্তিগত উদ্যোগ
- অবাধ প্রতিযোগিতা
- স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
- ভোক্তার সার্বভৌমত্ব
- মুনাফা অর্জন
- আয় বৈষম্য
- পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব
- শ্রমিক শোষণ
- সমাজে শ্রেণিবিভাজন

** *বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলে।*

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরো যা জানতে হবে

- সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবাই ভোগ করে- অবাধ স্বাধীনতা।
- উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপর নাম- পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।
- পণ্য উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক স্বাধীনতা পায়- উৎপাদক।
- ধনতন্ত্রে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়- অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।
- সম্পদের শুধু ব্যক্তিগত মালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগ স্বীকৃত- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র উভয় অর্থব্যবস্থায় বিদ্যমান- স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা।
- শুধু বেসরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান থাকে- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- ধনতন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থায় মূল্য নির্ধারণের প্রকৃতিকে বলে- দামব্যবস্থা।
- সরকারি উদ্যোগ অনুপস্থিত- ধনতন্ত্রে।

০২. নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে।

♦ **'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়-** সোভিয়েত ইউনিয়নে।

নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা
- সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা নেই
- ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি
- প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি
- মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি
- বেকারত্বের অনুপস্থিতি
- সম্পদের সুষম বণ্টন
- সামাজিক নিরাপত্তা
- শ্রমিক শোষণ নেই
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
- সুষম উন্নয়ন
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা

** *সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পরিকল্পিত অর্থনীতিও বলা হয়।*

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরো যা জানতে হবে

- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য- সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ।
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বলেই সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়- সমাজতন্ত্রে।
- মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে- সমাজতন্ত্র।
- রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯১৭ সালে।
- নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার দাম নিয়ন্ত্রণ করে- কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ।

- বণ্টন, বিনিময় ও পরিকল্পনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়- নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- উৎপাদন ও ভোক্তার স্বাধীনতা নেই- নির্দেশমূলক বা সমাজতন্ত্রে।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপর নাম- নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা।
- ব্যক্তিগত মুনাফার উপস্থিতি থাকে না- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- শুধু সরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান থাকে- সমাজতন্ত্রে।
- উৎপাদন ও ভোগের স্বাধীনতা থাকে না- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যাবতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়- সরকারি হস্তক্ষেপে।
- নির্দেশমূলক ও ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য- সামাজিক কল্যাণ।
- কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দাম নির্ধারিত হয়- সমাজতন্ত্রে।
- নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে- রাষ্ট্র।
- বেকারত্ব অনুপস্থিত থাকে- সমাজতন্ত্রে।
- ভোগ ও উৎপাদনের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষিত- সমাজতন্ত্রে।

০৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। **বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা** প্রভৃতি দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- সম্পদের ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা
- সরকারি বিনিয়োগ
- বেসরকারি বিনিয়োগ
- ব্যক্তিস্বাধীনতা
- স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
- মুনাফা
- মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি
- শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা
- প্রতিযোগিতা
- ভোক্তার সার্বভৌমত্ব

মিশ্র অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরো যা জানতে হবে

- সরকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে- মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- মিশ্র অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে- ইংল্যান্ডে।
- সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দামব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে- মিশ্র অর্থনীতিতে
- উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা হয়- মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে।
- ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগের সমাবেশ ঘটে- মিশ্র অর্থনীতিতে
- বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমন্বয় ঘটে- মিশ্র অর্থনীতিতে
- শ্রেণি- শোষণ লক্ষ করা যায়- ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি থাকে- ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বিত রূপ থাকে- মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- সরকার প্রয়োজনে ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে- মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের স্বাধীনতা থাকে- ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হলেও সরকার প্রয়োজন অনুসারে দাম নিয়ন্ত্রণ করে- মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।

০৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থনীতির মূল উৎস **৪টি**। যথা-

* নতুন সমস্যায় পুরাতন সমস্যার সমাধান প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- ইসলামি শরিয়ত
- সম্পদের মালিকানা (সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর)
- হারাম-হালালের বিধান
- সম্পদের বণ্টন
- শ্রমনীতির বাস্তবায়ন
- সামাজিক নিরাপত্তা
- অপচয় ও বিলাসের সমর্থন নেই
- সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা
- উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন
- কর্জে হাসানার
- (বিনাসুদে ঋণ) প্রবর্তন
- অমুসলিম নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ

ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আরো যা জানতে হবে

- ইসলামি শরিয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে- ইসলামি অর্থব্যবস্থায়।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- যাকাত।
- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়- ইসলামি অর্থব্যবস্থায়।
- মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে- ইসলামি অর্থব্যবস্থা।
- শ্রমের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়- ইসলামি অর্থব্যবস্থায়।
- আয়ের সুষম বণ্টন করা হয়- ইসলামি অর্থনীতিতে।
- সম্পদের বণ্টন ও ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ হয়- ইসলামি অর্থনীতিতে।
- জীবনধারণে পূর্ণাঙ্গ দিক নিশ্চিত করে- ইসলামি অর্থনীতি।
- ইসলামি অর্থনীতিতে সব থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে- শ্রমিক।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

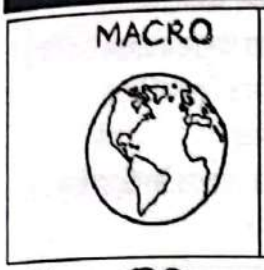

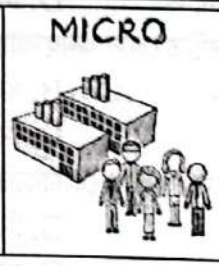

সর্বপ্রথম অধ্যাপক রাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics) ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics) নামে ২ ভাগে বিভক্ত করেন।

রাগনার ফ্রিশ

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

ইংরেজি Micro শব্দটি গ্রিক শব্দ Mikros থেকে এসেছে; যার অর্থ অতিক্ষুদ্র। অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন- **ব্যক্তিগত চাহিদা, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ** ইত্যাদি ব্যষ্টিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

সামষ্টিক অর্থনীতি

ইংরেজি Macro শব্দটি গ্রিক শব্দ Makros থেকে এসেছে; যার অর্থ বৃহৎ। অর্থনৈতিক ঘটনাকে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন- **জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন, সামগ্রিক ভোগ, সামগ্রিক চাহিদা, সাধারণ দামস্তর, মোট যোগান, মোট বিনিয়োগ** ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

আরো জানতে হবে

- অর্থনীতির সামগ্রিক দিক আলোচনা হয়- সামষ্টিক অর্থনীতিতে।
- অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আলোচনা করা হয়- ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে।
- বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়- আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে।
- দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ আলোচিত হয়- উন্নয়ন অর্থনীতিতে।
- ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করে- ব্যষ্টিক অর্থনীতি।
- ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে- একজন বিক্রেতার যোগান নিয়ে।
- উপযোগ, চাহিদা, যোগান, দাম, ব্যক্তির আয় ইত্যাদি- ব্যষ্টিক অর্থনীতির চলক।
- অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আলোচনা করা হয়- ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে।
- দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়- সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে।
- সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Macro.

এক নজরে এই অধ্যায় সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যই- মুনাফা।
- ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই- ভোগ।
- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়াই- বেকারত্ব।
- অভাব পূরণের ক্ষমতাই- উপযোগ।
- সরকারকে বাধ্যতামূলক যে অর্থ দেওয়া হয় তাই- কর।
- পণ্যদ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়াই- মুদ্রাস্ফীতি।
- সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার বলতে বোঝায়- বেকারত্বকে।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করে- চাহিদা বিধি।
- ইনসাফ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা- ইসলামি অর্থব্যবস্থা।
- চাহিদা থাকে না- অবাধলভ্য সম্পদের।
- দ্রব্যের দাম থাকে সমমুখী সম্পর্ক- যোগানের।
- অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বলা হয়- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।
- নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বলে- উৎপাদন।
- আয়ের একটি অংশ ব্যয় না করে জমা রাখাকে বলে- সঞ্চয়।
- মানুষের ব্যবহার্য সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য কাম্য ব্যবহার করতে হয়- সম্পদের।
- প্রত্যেক অর্থব্যবস্থা সমর্থন করে- সম্পদের কাম্য ব্যবহারকে।
- প্রত্যেক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে- যাবতীয় সম্পদ।
- মূল্যের নিয়মই হলো- দাম প্রক্রিয়া।
- সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়- অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।
- যে কোনো উৎপাদক স্বাধীনভাবে উৎপাদন করতে পারে- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে।
- অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে অন্যতম আলোচ্য বিষয়- সুদের হার।

অনুশীলনী

01. বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় কী দ্বারা?
A. দাম B. উৎপাদনকারী
C. সঞ্চয় D. বিনিময়

02. প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবকে বলে-
A. দুষ্প্রাপ্যতা
B. অসীম অভাব/অর্থনৈতিক সমস্যা
C. নির্বাচন
D. বিকল্প ব্যবহার/অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

03. সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য অভাবের অগ্রাধিকার বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি হলো-
A. দ্রষ্প্রাপ্যতা B. নির্বাচন
C. উৎপাদন D. মৌলিক সমস্যা

04. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণে কে প্রথম অবদান রাখেন?
A. স্যামুয়েলসন B. কেইন্স
C. মার্শাল D. অ্যাডাম স্মিথ

05. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য হাত বা শক্তি বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
A. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
B. চাহিদা/সরকারি পরিকল্পনা
C. যোগান/জনশক্তি
D. বাজার ভারসাম্য/সামাজিক কল্যাণ

06. অসংখ্য অভাব থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাব বাছাই করাকে কী বলে?
A. দুষ্প্রাপ্যতা B. বিকল্প ব্যবস্থা
C. নির্বাচন D. অসীম অভাব

07. কোন অর্থনীতিবিদ সর্বপ্রথম ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক শব্দ দুটি ব্যবহার করেন?
A. অ্যাডাম স্মিথ B. র‍্যাগনার ফ্রিশ
C. এল. রবিন্স D. অধ্যাপক মার্শাল

08. জনসংখ্যা অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতার অর্থনীতিতে কি বলে?
A. দুষ্প্রাপ্যতা B. অসীম অভাব
C. নির্বাচন D. বিকল্প সমাধান

09. 'অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান' কে বলেছেন?
A. ডেভিড রিকার্ডো B. জে. এম. সুমপিটার
C. এডাম স্মিথ D. রবার্ট লুকাস

10. 'অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান'-কে বলেছেন?
A. বেনহাম B. স্যামুয়েলসন
C. কার্ল মার্কস D. এল. রবিন্স

উত্তরমালা									
01	A	02	A	03	B	04	A	05	A
06	C	07	B	08	A	09	C	10	B

11. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যে কোনো বিন্দু কী নির্দেশ করে?
A. স্বল্প উৎপাদন B. বেকারত্ব
C. পূর্ণ নিয়োগ D. অপূর্ণ নিয়োগ

12. অর্থনীতি সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায় কোনটি?
A. ভোগ B. বন্টন C. বেকারত্ব D. উৎপাদন

13. স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য?
A. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি B. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
C. ইসলামি অর্থনীতি D. মিশ্র অর্থনীতি

14. শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য?
A. সমাজতান্ত্রিক B. ধনতান্ত্রিক
C. ইসলামি D. মিশ্র

15. কোন অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত?
A. ধনতান্ত্রিক B. মিশ্র
C. ইসলামি D. সমাজতান্ত্রিক

16. কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির চলক নয়?
A. জাতীয় আয় B. সাধারণ মূল্যস্তর
C. সামগ্রিক চাহিদা D. একটি ফার্মের উৎপাদন

17. অর্থনীতির জনক কে?
A. জন মেনার্ড কেইনাস B. অ্যাডাম স্মিথ
C. কাল মার্কস D. টমাস ম্যালথাস

18. 'সামাজিক চয়ন তত্ত্বের' প্রবক্তা হলেন–
A. অধ্যাপক স্মিথ B. অমর্ত্য সেন
C. পল স্যামেয়লেসন D. এ্যাডাম সেন

19. 'Wealth of Nations' গ্রন্থের লেখক কে?
A. ড. মুহম্মদ ইউনুস B. টিনবার জেন
C. এ্যাডাম স্মিথ D. এল. রবিন্স

20. কোন অর্থব্যবস্থায় মালিকানা থাকে না?
A.ধনতান্ত্রিক B. মিশ্র
C. সমাজতান্ত্রিক D. ইসলামি

21. অভাবসমূহ একে অপরের–
A. সম্পূরক B. পরিপূরক
C. বিরোধী D. কোনোটিই নয়

22. অর্থনীতিকে সমাজিক বিজ্ঞান বলেছেন–
A. স্যামুয়েলসন B. অমর্ত সেন
C. অধ্যাপক মার্শাল D. এ্যাডাম স্মিথ

23. অর্থনীতির 'যমজ সমস্যাদ্বয়' কী?
A. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন B. দক্ষতা ও নির্বাচন
C. দুষ্প্রাপ্যতা ও সীমাবদ্ধতা D. অসীমতা ও নির্বাচন

উত্তরমালা									
11	C	12	D	13	B,D	14	A	15	B
16	D	17	B	18	B	19	C	20	C
21	B	22	C	23	A				

24. 'অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান' কে বলেছেন?
A.পি.এ. স্যামুয়েলসন B. অ্যাডাম স্মিথ
C. এল. রবিন্স D. জে.এম. কেইনস

25. অর্থনীতিকে দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান বলেছেন কে?
A. অ্যাডাম স্মিথ B. অধ্যাপক মার্শাল
C. অর্থনীতিবিদ পিগু D. এল. রবিন্স

26. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কী?
A. সুষম উন্নয়ন B. সামাজিক নিরাপত্তা
C. সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন D. চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ

27. 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা' কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য?
A. ধনতান্ত্রিক B. সমাজতান্ত্রিক
C. মিশ্র D. ইসলামি

28. বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
A. ইসলামি B. মিশ্র
C. ধনতান্ত্রিক D. নির্দেশমূলক

29. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জ্ঞানের মূল উৎস কয়টি?
A. ১ B. ২
C. ৩ D. ৪

30. নিচের কোনটি একটি দেশের অর্থনীতির আংশিক চিত্র তুলে ধরে?
A. ব্যষ্টিক অর্থনীতি B. সামষ্টিক অর্থনীতি
C. আন্তর্জাতিক অর্থনীতি D. উন্নয়ন অর্থনীতি

31. কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক চলক?
A. বেকারত্ব B. উপযোগ
C. কর D. মুদ্রাস্ফীতি

32. অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে কী বলে?
A. দুষ্প্রাপ্যতা B. নির্বাচন
C. চাহিদা D. যোগান

33. চাহিদার তুলনায় সম্পদের যোগানের ঘাটতিই হলো-
A. দুষ্প্রাপ্যতা B. নির্বাচন
C. অর্থনৈতিক সমস্যা D. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

34. অর্থনৈতিক ঘটনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিশ্লেষণ করাকে কী বলে?
A.সামষ্টিক অর্থনীতি B. পুঁজিবাদী অর্থনীতি
C. ব্যষ্টিক অর্তনীতি D. সমাজতান্ত্রিক অর্তনীতি

35. কোনটি মানবজীবনের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা?
A.সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা B. সসীম অভাব
C. অসীম সম্পদ D. সীমিত অভাব

36. অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম 'দুষ্প্রাপ্যতা' ধারণাটির ব্যবহার করেন কে?
A.পল এ. স্যামুয়েলসন B. অ্যাডাম স্মিথ
C. এল. রবিন্স D. আলফ্রেড মার্শাল

উত্তরমালা									
24	B	25	D	26	C	27	B	28	B
29	D	30	A	31	B	32	A	33	A
34	C	35	A	36	C				

37. কীসের জন্য মানুষ তার সকল অভাব একসাথে পূরণে সমস্যায় পড়ে?
A. সম্পদের স্বল্পতার জন্য B. অভাবের তীব্রতার জন্য
C. তুলনামূলক গুরুত্বের কারণে D. সমন্বয় সাধনের কারণে

38. অধ্যাপক রবিন্সের অর্থনীতির সংজ্ঞা থেকে মানবজীবনের কয়টি অর্থনৈতিক সমস্যার ধারণা পাওয়া যায়?
A.দুইটি B. তিনটি
C. চারটি D. পাঁচটি

39. অর্থনীতিকে 'স্বল্পতার বিজ্ঞান' (science of scarcity) হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে?
A.অ্যাডাম স্মিথ B. পল এ. স্যামুয়েলসন
C. অধ্যাপক মার্শাল D. এল. রবিন্স

40. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থেকে কোন সমস্যাটির উদ্ভব হয়?
A. বন্টন B. নির্বাচন
C. ভোগ D. উৎপাদন

41. PPC এর পূর্ণ নাম কী?
A.Possibility Production Curve
B. Possible Production Curve
C. Production Possibility Curve
D. Product Possibility Curve

42. স্বল্পতার সমস্যা কোন রেখার মাধ্যমে সমাধান করা যায়?
A. PPC B. AC
C. MC D. TC

43. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢালকে কী বলা হয়?
A. PPC রেখা B. AC রেখা
C. MC রেখা D. MRPT রেখা

44. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কোন ব্যয়টি ব্যাখ্যা করা যায়?
A. মোট ব্যয় B. গড় ব্যয়
C. প্রান্তিক ব্যয় D. সুযোগ ব্যয়

45. তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন কে?
A. অ্যাডাম স্মিথ B. অধ্যাপক মার্শাল
C. এল. রবিন্স D. পল. স্যামুয়েলসন

46. শ্রমনির্ভর উৎপাদন কৌশল বলতে কী বোঝায়?
A.শ্রমের সরবরাহ কম B. শ্রমের মূল্য সস্তা
C. শ্রমের মজুরি বেশি D. শ্রম অপেক্ষা পুঁজি বেশি

47. কোনটি মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু?
A. বন্টন B. বিনিময়
C. ভোগ D. উৎপাদক

48. চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিচের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়?
A. সম্পদের মালিকানা B. শ্রমিকের অবস্থান
C. সম্পদের কাম্য ব্যবহার D. দাম প্রক্রিয়া

উত্তরমালা									
37	A	38	B	39	D	40	B	41	C
42	A	43	A	44	D	45	D	46	B
47	C	48	C						

49. কোন অর্থব্যবস্থাকে স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি বলা হয়?
A. মিশ্র B. নির্দেশমূলক
C. ধনতান্ত্রিক D. ইসলামি

50. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অদৃশ্য হাত হলো-
A. মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি B. ভারসাম্য অবস্থা
C. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা D. দুষ্প্রাপ্যতা

51. ক্রেতা হিসেবে প্রত্যেক ভোক্তার মূল লক্ষ্য কী?
A. সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ B. ভোগ নিয়ন্ত্রণ
C. দ্রব্য উৎপাদন D. সর্বাধিক চাহিদা

52. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা কেমন?
A. অসীম B. অত্যধিক
C. মুক্ত D. সীমাবদ্ধ

53. 'গণভোগ তহবিল' কীভাবে গঠন করা হয়?
A. ব্যক্তিগত চাঁদা দ্বারা
B. দলগত চাঁদা দ্বারা
C. সরকারের সাহায্য দ্বারা
D. জাতীয় উৎপাদন দ্বারা

54. কোন অর্থব্যবস্থায় বেকারত্ব অনুপস্থিত থাকে?
A. মিশ্র B. ইসলামি
C. সমাজতান্ত্রিক D. ধনতান্ত্রিক

55. কোন অর্থব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়?
A. ধনতান্ত্রিক B. সমাজতান্ত্রিক
C. মিশ্র D. ইসলামি

56. বাজার অর্থনীতির ধারণাকে সমর্থন করে কোন অর্থব্যবস্থা?
A. ইসলামি B. সমাজতান্ত্রিক
C. বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র D. মিশ্র

57. কোন দেশকে মিশ্র অর্থব্যবস্থার সূতিকাগার বলা হয়?
A. যুক্তরাষ্ট্র B. ভারত
C. ইংল্যান্ড D. জাপান

58. 'আয় বণ্টনে অসমতা' দেখা যায় কোন অর্থব্যবস্থায়?
A. সমাজতন্ত্র B. মিশ্র
C. নির্দেশমূলক D. ইসলামি

59. মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ ও উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য কী?
A. মুনাফা অর্জন B. সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা
C. জনসাধারণের উপকার করা D. সম্পদের সুষম বণ্টন

উত্তরমালা									
49	C	50	C	51	A	52	D	53	D
54	C	55	B	56	D	57	C	58	B
59	A								

60. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. সুদ ও মজুতদারি রহিতকরণ B. মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি
C. একক উদ্যোগ D. মুনাফা অর্জন স্বীকৃত

61. জীবন ধারণের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?
A. ধনতান্ত্রিক B. ইসলামি
C. সমাজতান্ত্রিক D. মিশ্র

62. জাকাত কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
A. পুঁজিবাদী B. নির্দেশমূলক
C. মিশ্র D. ইসলামি

63. ইসলামে 'রিবা' এর সাধারণ অর্থ কী?
A. সুদ B. মুনাফা
C. পুঁজি D. খাজনা

64. ওশর প্রদানের হার কত?
A. ২.৫%-৫.০% B. ২০%-১৫%
C. ৫%-৭% D. ৫%-১০%

65. 'বাইতুল মাল' অর্থ কী?
A. বেসরকারি তহবিল গঠন B. সরকারি তহবিল গঠন
C. গরিবদের তহবিল গঠন D. ব্যক্তিগত তহবিল

66. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জমির ফসলের ওপর কোনটি আদায় করা হয়?
A. যাকাত B. খাজনা
C. জিজিয়া D. ওশর

67. কোন অর্থব্যবস্থা মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও লোভ সৃষ্টি করতে পারে না?
A. ধনতান্ত্রিক B. সমাজতান্ত্রিক
C. মিশ্র D. ইসলামি

68. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিকে প্রথমে আলাদা করেন কে?
A. অধ্যাপক মার্শাল B. র‍্যাগনার ফ্রিশ
C. কেইনস D. স্যামুয়েলসন

69. ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কোনটি?
A. জাতীয় আয় B. সামগ্রিক আয়
C. মোট বিনিয়োগ D. ফার্মের আয়

70. অর্থনৈতিক ঘটনাকে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করাকে কী বলে?
A. ব্যষ্টিক অর্থনীতি B. কল্যাণ অর্থনীতি
C. পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতি D. সামষ্টিক অর্থনীতি

71. কোনটি প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয়?
A. জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার B. বেকারত্বের হার
C. মুদ্রাস্ফীতির হার D. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

উত্তরমালা									
60	D	61	B	62	D	63	A	64	D
65	B	66	D	67	D	68	B	69	D
70	D	71	D						

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

ভোক্তার মূল উদ্দেশ্য উপযোগ সর্বোচ্চ করা। অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায়, যা দ্বারা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব হয়। যেমন- খাদ্য মানুষের ক্ষুধার অভাব পূরণ করে, খাদ্যের এরূপ অভাব পূরণের ক্ষমতাকেই উপযোগ বলে।

উপযোগের শ্রেণিবিভাগ

(ক) রূপগত উপযোগ:
প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর রূপ বা আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- বনের গাছ থেকে কাঠ, কাঠ থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় তৈরি ইত্যাদি।

(খ) সেবাগত উপযোগ:
মানুষের শ্রম ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা, নার্সের সেবা, গায়কের গান প্রভৃতি।

(গ) জ্ঞানগত উপযোগ:
বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। অর্থাৎ ভোগের একক্রতি বৃদ্ধি ও প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস—এ দুয়ের সম্পর্ককে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক

বিষয়	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
ধারণা	মোট উপযোগ হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রতি একক উপযোগের সমষ্টি।	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, অতিরিক্ত একক ভোগের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
ভোগ বৃদ্ধি	নির্দিষ্ট সময়ে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়।	ভোগ বৃদ্ধি করলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
হ্রাস-বৃদ্ধি	মোট উপযোগ ক্রমান্বয়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ হয়, এরপর হ্রাস পায়।	মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয়, প্রান্তিক উপযোগ তখন হ্রাস পেয়ে শূন্য হয়।

আরো জানতে হবে

- মোট উপযোগ কমতে থাকরে প্রান্তিক উপযোগ- ঋণাত্মক হয়।
- প্রান্তিক উপযোগ বাড়লে মোট উপযোগও- বাড়ে।
- ভোগের সর্বশেষ একক থেকে পাওয়া যায়- প্রান্তিক উপযোগ।
- কোনো দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি উপযোগের সমষ্টি- মোট উপযোগ।
- প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক হলে মোট উপযোগ- বৃদ্ধি পায়।
- প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ- স্থির থাকে।
- মোট উপযোগ বৃদ্ধি হয়- প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়া পর্যন্ত।
- প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ- হ্রাস পায়।
- কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে এই বিধিকে বলা হয়- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।
- বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।
- উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো একটি উপকরণ নির্দিষ্ট হারে নিয়োগ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন উপকরণ নিয়োগ হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে।
- MU দ্বারা প্রকাশ করা হয়- প্রান্তিক উপযোগ।
- ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে- মোট উপযোগও বৃদ্ধি পায়।
- ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে- প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়লে বৃদ্ধি পায়- প্রান্তিক উপযোগ।
- মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ালে- প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর- নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে।
- দ্রব্যের দাম সমান হয়- প্রান্তিক উপযোগের।
- প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে কমে- প্রান্তিক উপযোগ।
- ঋণাত্মক হতে পারে- প্রান্তিক উপযোগ।
- প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হওয়ার কারণ- ভোগ প্রবণতা।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা বাম থেকে ডানদিকে- নিম্নগামী।
- অতিরিক্ত ১ একক ভোগের ফলে মোট উপযোগের পরিবর্তনকে বলে- প্রান্তিক উপযোগ।

CamScanner

- $MU = \frac{\nabla TU}{\nabla Q}$
- প্রান্তিক উপযোগ হতে পারে- ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও শূন্য।
- প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে MU রেখা- X অক্ষকে স্পর্শ করে।
- ক্রমাগত ভোগের ফলে প্রান্তিক উপযোগ- কমতে থাকে।
- ক্রমাগত ভোগের ফলে মোট উপযোগ- ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে, দুটি দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ প্রায়- একই।
- কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি উপযোগের সমষ্টি হলো- মোট উপযোগ।
- যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম তাকে বলে- উপযোগ।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হবে- অনুমিত শর্ত সাপেক্ষে।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস ইত্যাদি- স্থির।
- শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ না কমে- বরং বাড়তেও পারে।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কারণে চাহিদা রেখা- নিম্নগামী হয়।
- মোট উপযোগ বাড়ে- ক্রমহ্রাসমান হারে।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ক্ষেত্রে স্থির থাকবে- অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ভোক্তার রুচি, পছন্দ ইত্যাদি।
- রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তনের কারণে একক প্রতি উপযোগ- বাড়তেও পারে।
- উপযোগ পরিমাপের একক- ইউটিল।
- উপযোগ পরিমাপের পদ্ধতি- ২টি।
- নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হলো- উৎপাদন।
- দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা হলো- উপযোগ।
- বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি- মোট উপযোগ।
- সংখ্যাবাচক উপযোগ পরিমাপের পদ্ধতিতে উপযোগ প্রকাশ করা হয়- ১, ২, 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যায়।
- সংখ্যাগত উপযোগকে ভাগ করা যায়- তিন ভাগে।
- উপযোগকে ১ম, ২য়, ৩য়... ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত করে পরিমাপ করা হয়- পর্যায়বাচক উপযোগে।
- কোন দ্রব্যের উপযোগ সংখ্যায় পরিমাপ করাকে বলে- সংখ্যাগত উপযোগ।
- পর্যায়গত উপযোগকে প্রকাশ করা হয়- ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি দ্বারা।
- চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হলো- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ।
- উপযোগ নিঃশেষ হয়- ভোগের মাধ্যমে।
- উপযোগ একটি- মানসিক ধারণা।
- অভাব পূরণের লক্ষ্যে দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো- ভোগ।

অনুমিত শর্তসমূহ

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা নিম্নোক্ত শর্তের ওপর নির্ভরশীল-

- ➢ উপযোগ সংখ্যার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য
- ➢ ভোক্তার পছন্দ, রুচি ও আয় অপরিবর্তিত
- ➢ ভোক্তা যুক্তিশীল
- ➢ দ্রব্যের বিভিন্ন একক সমজাতীয়
- ➢ বিবেচ্য সময়ে দ্রব্যের দাম স্থির থাকবে

চাহিদা

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে একজন ক্রেতা কো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে বা ক্রয় করার ইচ্ছা প্র করে তাকে চাহিদা বলে। অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

(ক) কোনো দ্রব্য পাওয়ার **আকাঙ্ক্ষা**,

(খ) দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অর্থাৎ **ক্রয়ক্ষমতা** এ

(গ) **অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা**।

উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়কে **কার্যকর চাহিদা** বল অর্থনীতিতে চাহিদা শব্দটি কার্যকর চাহিদা অর্থেই ব্যবহৃত হ

আরো জানতে হবে

- সাধারণত কোনো দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষক- $Q = f(p)$
- সাধারণত কোনো দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ- $Q = a - bp$
- একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদা বা দ্রব্য দুটি হয়- পরিবর্তক।
- একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদা ক দ্রব্য দুটি- পরিপূরক
- দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদা কমে যাওয়া- সংকোচন
- দ্রব্যের নিজস্ব দাম হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই- প্রসার
- দ্রব্যের দাম স্থির অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্ত ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তা- চাহিদার বৃদ্ধি।
- দ্রব্যের দাম স্থির অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন চাহিদা কমলে তা- চাহিদার হ্রাস।
- ভোক্তার আয় সম্পর্কিত- চাহিদার সাথে।
- কোনো দ্রব্যের চাহিদা হতে হলে- আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে
- চাহিদার ঢাল ঋণাত্মক, যোগানের ঢাল- ধনাত্মক।
- দামের সাথে চাহিদার- বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।
- চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে বাজারে- উদ্বৃত্ত তৈরি হয়।
- চাহিদা সমীকরণে দ্রব্যের দাম (P) স্বাধীন চলক দ্রব্যের চাহিদা (D) পরিমাণ - অধীন চলক।
- চাহিদা সমীকরণে দাম ও চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান

- চাহিদা রেখা- ডানদিকে নিম্নগামী।
- দ্রব্যের চাহিদা হতে হলে থাকতে হবে- অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা।
- কোন নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে প্রস্তুত তাকে বলে- চাহিদা।
- চাহিদার শর্ত- তিনটি।
- দ্রব্য কেনার সামর্থ্য না থাকলে তাকে বলা যাবে না- চাহিদা।
- চাহিদার শর্ত- তিনটি (আকাঙ্ক্ষা, ক্রয় ক্ষমতা, ব্যয়ের ইচ্ছা)।
- ক্রেতার আয় বাড়লে চাহিদা- বৃদ্ধি পায়।
- ক্রেতার আয় কমলে চাহিদা- হ্রাস পায়।
- যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে নির্দেশ করে- অতিরিক্ত চাহিদা।
- বাজারে যোগানের সাপেক্ষে কোনো দ্রব্যের চাহিদা না থাকলে নির্দেশ করে- শূন্য চাহিদা।
- চাহিদা স্থবির জ্যামিতিক প্রকাশ হলো- চাহিদা রেখা।
- চাহিদা রেখার ঢাল- বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী।
- চাহিদা সমীকরণে দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক ঋণাত্মক হয় বলে ঢালও- ঋণাত্মক হয়।
- চাহিদা সূচিকে টেবিলের সাহায্যে প্রকাশ- চাহিদা সূচি।
- চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে বলে- চাহিদা সমীকরণ।
- চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে বলে- চাহিদা রেখা।
- কোন নির্দিষ্ট দামে ব্যক্তি কোন দ্রব্যের যতটুকু কিনতে প্রস্তুত তাকে বলে- ব্যক্তিগত চাহিদা।
- চাহিদা অপেক্ষকে সমান চিহ্নের বাম পাশে থাকে- চাহিদার পরিমাণ।
- চাহিদা অপেক্ষকে অন্তর্গত স্বাধীন চলকসমূহকে বলা হয়- চাহিদার নির্ধারক।
- চাহিদা হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা- বামদিকে স্থানান্তরিত হয়।
- চাহিদা বৃদ্ধি পেলে, চাহিদা রেখা- ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়।
- ভোক্তার আয় বাড়লে বা কমলে চাহিদা রেখা ডান বা বামদিকে যাওয়াকে বলে- চাহিদা রেখার স্থানান্তর।
- চাহিদার পরিবর্তন বলতে বোঝায়- চাহিদার সংকোচন বা প্রসারণ।
- চাহিদা রেখা স্থানান্তরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে- চাহিদার।
- দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক প্রকাশ করে- চাহিদা সমীকরণ।
- ছেদকের মান এবং দ্রব্যের দাম সমান হলে চাহিদার পরিমাণ হবে- শূন্য।
- চাহিদা সমীকরণ হতে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায়- ঢালকে।
- ভিক্ষুকের গাড়ি ক্রয়ের ইচ্ছে- চাহিদা নয়।
- শারীরিক সামর্থ্য চাহিদার- শর্ত নয়।
- রুচির পরিবর্তনে চাহিদার- হ্রাস-বৃদ্ধি হবে।
- চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী- দাম ও চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক।
- দ্রব্যের চাহিদা সর্বোচ্চ হয় যখন দাম- শূন্য হয়।
- দাম বাড়লে চাহিদা- কমে।

চাহিদা বিধি

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে স্বাভাবিক সময়ে কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। **দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলা হয়।**

- চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশ- চাহিদা সূচি।
- চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ- চাহিদা রেখা।
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কই- চাহিদা বিধি।
- দাম স্থির থাকলে চাহিদা বিধি- কার্যকর হয় না।
- আয়ের বিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধি- অকার্যকর।
- ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস স্থির থাকলে চাহিদা বিধি- কার্যকর হয়।
- চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম হলে দাম বাড়লেও- চাহিদা বাড়ে।
- চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম হলে চাহিদা রেখা- উর্ধ্বগামী হয়।

অনুমিত শর্তসমূহ

চাহিদা বিধি নিম্নোক্ত অনুমিত শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যথা:

(১) ভোক্তার আয় স্থির।
(২) ভোক্তার রুচি-অভ্যাস অপরিবর্তিত।
(৩) ভোক্তা যুক্তিশীল।
(৪) সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির।
(৫) সময় স্থির।
(৬) বাজারে ক্রেতার সংখ্যা স্থির ইত্যাদি।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম

চাহিদা বিধি অনুযায়ী দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে চাহিদার সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- আয়ের পরিবর্তন
- অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন
- অবস্থাগত কারণ
- বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তন
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্র
- ক্রেতার অজ্ঞতা
- গিফেন দ্রব্য
- ভেবলেন দ্রব্য

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্র

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে (লবণ, ওষুধ) দাম বাড়লে বা কমলে চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি প্রযোজ্য হয় না।

- অতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা রেখা- লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।
- স্বাধীন বা মুক্ত (যেমন- আলো, বাতাস) দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।
- সাধারণ দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ডানদিকে নিম্নগামী।

CamScanner

গিফেন দ্রব্য

বাজারে পাশাপাশি দুটি বিকল্প দ্রব্য থাকলে একটির তুলনায় অপরটি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হলে, নিকৃষ্ট দ্রব্যের বেলায় চাহিদা বিধি প্রযোজ্য হয় না। ঐ সকল দ্রব্যের দামের বৃদ্ধিতে চাহিদাও বৃদ্ধি পায় এবং দামের হ্রাস হলে চাহিদাও হ্রাস পায়। স্যার রবার্ট গিফেন প্রথমে বাজারে এ ধরনের অবস্থা দেখতে পান। তাই তাঁর নাম অনুসারে এ সমস্ত নিকৃষ্ট পণ্যের নামকরণ করা হয় গিফেন দ্রব্য।

আরো জানতে হবে

- আয় বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা হ্রাস পায়- নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে।
- নিকৃষ্ট দ্রব্যের দাম বাড়লেও চাহিদা- বাড়ে।
- নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামও চাহিদার সম্পর্ক- সমমুখী।
- নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি- ডানদিকে উর্ধ্বগামী।
- নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা রেখার ঢাল- ধনাত্মক।

ভেবলেন দ্রব্য

যেসব দ্রব্যের উচ্চমূল্য সম্মান ও আভিজাত্যের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সে সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদর্শন মনোভাবের কারণে, মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে।

আরো জানতে হবে

- যেসব বিলাসজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা না কমে বরং বাড়ে তাই- ভেবলেন দ্রব্য।
- স্যার রবার্ট গিফেনের নামানুসারে নিকৃষ্ট দ্রব্যের নামকরণ হয়েছে- গিফেন দ্রব্য।
- গিফেন দ্রব্য ও ভেবলেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ডানদিকে উর্ধ্বগামী।
- আলু একটি- গিফেন দ্রব্য।
- গিফেন দ্রব্য ও ভেবলেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ডানদিকে উর্ধ্বগামী।
- বিলাস দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা- এককের চেয়ে বেশি হয়।

গিফেন ও ভেবলেন দ্রব্য

গিফেন দ্রব্য

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাবার ভাত। তবে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের জনগণ সাধারণত ভাতের অভাবে কম দামে আলু খায়। এক্ষেত্রে গিফেন দ্রব্য হলো আলু।

ভেবলেন দ্রব্য

প্রদর্শন মনোভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভেবলেন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ, হীরা, বিলাসবহুল গাড়ি ভেবলেন দ্রব্যের উদাহরণ।

চাহিদার নির্ধারকসমূহ

কোনো দ্রব্যের চাহিদা যেসব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল, উক্ত উপাদানসমূহকে চাহিদার নির্ধারক বলে।

১. দ্রব্যের নিজস্ব দাম
২. সময়
৩. আয়
৪. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম
৫. বাজারে ক্রেতার সংখ্যা
৬. রুচি
৭. বিজ্ঞাপন
৮. সরকারের ভূমিকা
৯. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
১০. আয়ের বণ্টন
১১. সঞ্চয় প্রবণতা
১২. জীবনযাত্রার মান

অর্থনৈতিক চলক

অর্থনীতির ধারণা সাথে সম্পর্কিত যেসব রাশি, বিষয় যাদের নাম পরিবর্তনশীল সেগুলোকে অর্থনৈতিক চলক বলে। যেমন- চাহিদা, যোগান, দাম, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সুদের হার, মুনাফা, শ্রম, পুঁজি, সময় ইত্যাদি অর্থনৈতিক চলকের উদাহরণ।

আরো জানতে হবে

- যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল সেসব রাশিই- চলক।
- যেসব রাশির মান পরিবর্তন করা যায় না- ধ্রুবক।
- স্বাধীন চলকের ওপর নির্ভরশীল- অধীন চলক।
- অসীম ঢালে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে- অধীন চলকের ব্যাপক পরিবর্তন।

- স্বাধীন চলকের মান অন্য চলকের উপর- অনির্ভরশীল।
- কোন অপেক্ষকে অধীন চলকের সংখ্যা সর্বোচ্চ- একটি।
- অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের সংখ্যা হতে পারে- এক বা একাধিক।
- অধীন চলক লেখা হয় সমান চিহ্নের- বাম পাশে।
- স্বাধীন চলক লেখা হয় সমান চিহ্নের- ডান পাশে।
- চলক- দুই প্রকার।
- গাণিতিক প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাতরাশির মানকে বলে- পরামিতি।
- এক বা একাধিক স্বাধীন চলকের সাথে একটি অধীন চলকের নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে বলে- অপেক্ষক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়লে মোট ব্যয় হ্রাস পায় এবং দাম কমলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আরো জানতে হবে

- চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়- বিলাসজাত দ্রব্যে।
- প্রয়োজনীয় দ্রব্য, নিকৃষ্ট দ্রব্য ও জীবন রক্ষাকারী দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক হয়।
- চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন ও দামের শতকরা পরিবর্তনের অনুপাতই- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।
- দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কম হলে- অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।
- দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন বেশি হলে- স্থিতিস্থাপক চাহিদা।
- লবণের দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কম হয় বলেই- অস্থিতিস্থাপক।
- টেলিভিশন, গাড়ি ও মাছের চাহিদা- স্থিতিস্থাপক।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ- চার।
- প্রয়োজনীয় দ্রব্য, নিকৃষ্ট দ্রব্য ও জীবন রক্ষাকারী দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক হয়।
- দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা।
- দ্রব্যের প্রকৃতি স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।
- রেখা যত খাড়া হবে তত কম- স্থিতিস্থাপক।
- ভূমির ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা- অসীম।
- অসীম স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।
- চলকের পরিবর্তনের হারকে বলে- স্থিতিস্থাপকতা।
- অসীম স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের চাহিদা রেখার ঢাল- শূন্য হয়।
- দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী হলে- চাহিদা রেখা ঋণাত্মক।
- অসীম স্থিতিস্থাপকতা- স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের অধীন চলকের ব্যাপক পরিবর্তন।
- শূন্য স্থিতিস্থাপকতা- স্বাধীন চলকের পরিবর্তনে অধীন চলক অপরিবর্তিত।
- স্থিতিস্থাপক দ্রব্য হলো- জাঁকজমকপূর্ণ দ্রব্য।
- অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা- অপেক্ষাকৃত খাড়া।
- স্থিতিস্থাপক এককের চেয়ে কম হলে দ্রব্যটি- অস্থিতিস্থাপক।
- দামের তুলনায় চাহিদার অধিক পরিবর্তন হলে স্থিতিস্থাপকতা- এককের চেয়ে বেশি হয়।
- দাম ও চাহিদার সমান পরিবর্তন হলে স্থিতিস্থাপকতার মান- এককের সমান হয়।
- অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তন হলেও চাহিদা- স্থির থাকে।
- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল- শূন্য স্থিতিস্থাপকতা।
- অসীম স্থিতিস্থাপকতায়- পরিবর্তনের হার অনেক বেশি।
- অসীম স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

❑ **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-**

(ক) চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

কোনো দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। কারণ অর্থনীতিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে দাম স্থিতিস্থাপকতাকেই বুঝায়।

- দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা।
- দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন কিছুই না হলে- $E_p = 0$ হয়।
- দামের অল্প পরিবর্তনে চাহিদার তুলনামূলক বেশি পরিবর্তন হলে- $E_p > 1$ হয়।
- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে- দামের উপর।

(খ) চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা

আয় স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন রূপ-

(i) সাধারণ দ্রব্য: মানুষের আয় বাড়লে সাধারণ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আয় হ্রাস পেলে উক্ত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।

**আয়ের সাপেক্ষে স্থিতিস্থাপকতা- আয় স্থিতিস্থাপকতা।

(ii) নিকৃষ্ট দ্রব্য: ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আরো জানতে হবে

- আয় বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা হ্রাস পায়- নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে।
- ভোক্তার আর্থিক আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমানের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত- চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।
- অন্য দ্রব্যের সাপেক্ষে স্থিতিস্থাপকতা- আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।
- ভোক্তার আর্থিক আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত- চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।
- $Ep = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}$
- $Ep = \frac{\nabla Q}{\nabla P} \cdot \frac{P}{Q}$

(গ) চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন রূপ-

(i) পরিবর্তক দ্রব্য: পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। যেমন: **চিনি ও গুড়।**

- চা ও কফি- পরিবর্তক দ্রব্য।
- $E_c > 0$ (ঋণাত্মক) হলে- পরিবর্তক দ্রব্য; যেমন- চা-কফি।
- একটির দাম বাড়লে অন্যটির চাহিদা বাড়ে- পরিবর্তক দ্রব্য।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা- ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।
- একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে অপর দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়- পরিপূরক দ্রব্যে।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক- পরিবর্তক দ্রব্যে।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হয়- ধনাত্মক।
- পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখা- ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী।

(ii) পরিপূরক দ্রব্য: একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন: **চা ও চিনি।**

- চা ও চিনি, কালি ও কলম এবং গাড়ি ও পেট্রোল- পরিপূরক দ্রব্য।
- একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করতে যদি সম্পর্কযুক্ত অপর দ্রব্যের ভাগে বাড়াতে হয় তবে তাদের বলে- পরিপূরক দ্রব্য।
- পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা- ডানদিকে নিম্নগামী।
- দুটি দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হলে চাহিদা রেখা- ডানদিকে নিম্নগামী হয়।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক- পরিপূরক দ্রব্যে।
- পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হয়- ঋণাত্মক।

(iii) সম্পর্কহীন বা পরস্পর স্বাধীন দ্রব্য: টেলিভিশন ও লবণ পরস্পর স্বাধীন ও সম্পর্কহীন দ্রব্য।

- একটি দ্রব্যের সাথে অন্য দ্রব্যের চাহিদার কোনো সম্পর্ক না থাকলে তাদের বলে- সম্পর্কহীন দ্রব্য।
- একটি দ্রব্যের দাম কমা বা বাড়ার ফলে অন্য দ্রব্যের চাহিদা অপরিবর্তিত- সম্পর্কহীন দ্রব্য।
- সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- শূন্য।
- কখনও অসীম হয় না- আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।

বিষয়	স্থিতিস্থাপক চাহিদা	অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
সংজ্ঞা	দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার অধিক হলে এদের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।	দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হলে এদের অনুপাতকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।
দ্রব্যের প্রকারভেদ	বিলাসজাতীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে এটা ঘটে। যেমন- এসি, ভি.সি.আর. ইত্যাদি।	নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে এটা ঘটে। যেমন- চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি।

আরো জানতে হবে

- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা- এককের চেয়ে কম হয়।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লেও চাহিদা প্রায়- স্থির থাকে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো- অস্থিতিস্থাপক।
- চাহিদা রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়- প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
- দাম কমলে বা বাড়লে চাহিদা স্থির থাকে- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল-

- দ্রব্যের প্রকৃতি
- ভোক্তার অভ্যাস
- ভোক্তার আয়
- বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি
- বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য
- দ্রব্যের দাম
- যুক্ত চাহিদা
- পরিপূরক দ্রব্য

যোগান

কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণ হলো মজুদ। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রেতা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে। দ্রব্যের যোগান প্রধানত উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল।

আরো জানতে হবে

- মজুদ ধারণা যোগান অপেক্ষা বৃহৎ অথবা সমান।
- দাম বাড়লে মজুদ হ্রাস পায়।
- ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়- যোগান রেখা।
- উপকরণের দামের ওপর নির্ভর করে- যোগান।
- কারিগরি জ্ঞান উন্নত হলে- যোগান বৃদ্ধি পায়।
- চাহিদা ও যোগানের সমতা না থাকলে- দামের পরিবর্তন হয়।
- সীমাবদ্ধ যোগানের ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি- লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।
- যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হলে বাজারে- ঘাটতি তৈরি হয়।
- চাহিদা > যোগান হলে- দাম বৃদ্ধি পাবে।
- যোগান রেখার ঢাল- ধনাত্মক।
- যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল- ঢাল অসীম।
- যোগান রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল- ঢাল শূন্য।
- ভারসাম্য অর্জনের প্রথম শর্ত- চাহিদা = যোগান।
- ভূমি যোগান- সীমাবদ্ধ বা সসীম।
- অসীম যোগানের ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।
- যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা- ডানে স্থানান্তরিত হয়।
- যোগান হ্রাস পেলে যোগান রেখা- বামে স্থানান্তরিত হয়।
- যোগানের সংকোচন বা প্রসারণ হলে যোগানের পরিমাণ- যোগান রেখা বরাবর পরিবর্তিত হয়।
- যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে-দাম বাদে অন্যান্য যোগান নির্ধারকসমূহের কারণে।
- যোগানের সংকোচন-প্রসারণ হয়- দাম পরিবর্তনের কারণে।
- যোগান বৃদ্ধি- একই দামে আরো বেশি বিক্রয় করতে প্রস্তুত।
- যোগান হ্রাস- একই দামে বিক্রয়ের পরিমাণ কম।
- বিক্রেতা যোগানে বাড়াতে উৎসাহিত হয়- ভর্তুকি পেলে।
- যোগান সমীকরণ দামের, সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক দেখায়।
- যোগান স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয় যখন- তখন দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তন বেশি হয়। দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনে যোগানের আপেক্ষিক পরিবর্তনের মাত্রা- যোগান স্থিতিস্থাপকতা।
- যোগান স্থিতিস্থাপকতা শূন্য- দামের পরিবর্তনে যোগান অপরিবর্তিত।
- যোগানের চেয়ে চাহিদা কম হলে- পণ্য অবিক্রিত থাকবে।
- দামের উপর নির্ভর করে- যোগানের পরিমাণ।
- কোনো পণ্যের ওপর কর আরোপ করলে- যোগান হ্রাস পায়।
- কোনো পণ্যের দাম বাড়লে- যোগান বৃদ্ধি পায়।
- কোনো পণ্য উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধি পেলে- যোগান হ্রাস পায়।
- দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ হয়- যোগান বিধিতে।
- চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হলে নির্দেশ করে- অতিরিক্ত যোগান।
- দামের সাথে যোগানের গাণিতিক সম্পর্ককে বলে- যোগান সমীকরণ।
- $S = C + dp$, সমীকরণ S হলো- যোগানের পরিমাণ।
- চাহিদা ও যোগান সমান হলে- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।
- দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণের গাণিতিক সম্পর্ক হলো- যোগান অপেক্ষক।

যোগান বিধি

'যোগান' উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। **দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে।** দাম ও যোগানের পরিমাণের এরূপ ক্রিয়াগত সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। যোগান নির্ভর করে- দ্রব্যের দাম, উপকরণের দাম, কারিগরি জ্ঞান, আবহাওয়া, সময়, পণ্যের ওপর আরোপিত কর প্রভৃতির ওপর।

**দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ হয়- যোগান বিধিতে।

CamScanner

যোগানের নির্ধারকসমূহ

১. দ্রব্যের নিজস্ব দাম
২. উৎপাদনবিধি
৩. দ্রব্যের চাহিদা
৪. উপকরণের দাম
৫. সময়
৬. আবহাওয়ার প্রভাব
৭. বিকল্প দ্রব্যের দামের পরিবর্তন
৮. কর ও ভর্তুকির প্রভাব
৯. বাজারের বিভিন্নতা
১০. যুক্ত যোগান

ভারসাম্য দাম

যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

আরো জানতে হবে

- ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয় তাই- ভারসাম্য পরিমাণ।
- ভারসাম্য অবস্থায় যে দাম নির্ধারিত হয় তাই- ভারসাম্য দাম।
- চাহিদা ও যোগানের সমতাকে বলে- ভারসাম্য।
- বাজারে চাহিদা ও যোগান সমতা অর্জিত হলে- ভারসাম্য বলা হয়।
- ভারসাম্য বিন্দুতে নির্ধারিত হয়- ভারসাম্য দাম।
- চাহিদা ও যোগানের সমতা নষ্ট হলে- ভারসাম্য ব্যবস্থা বিনষ্ট হবে।
- equilibrium শব্দের অর্থ- ভারসাম্য।
- ভারসাম্য দামে ভূমিকা রাখে- ব্যক্তির চাহিদা ও বিক্রেতার যোগান।
- কোন নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হলে ঐ পরিমাণকে বলে- ভারসাম্য পরিমাণ।
- ভারসাম্য বিন্দু থেকে পাওয়া যায়- ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ।
- ভারসাম্য বিন্দুতে যোগান রেখা ও চাহিদা রেখা পরস্পরকে- ছেদ করে।
- ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি হলে যোগান- বাড়ে।
- দাম ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি হলে- চাহিদা কমে।

এক নজরে এই অধ্যায় সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবর্তক- অধ্যাপক মার্শাল।
- সম্পদের স্বল্পতা সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তব্য প্রদান করেন- রবিন্স।
- সংখ্যাগত উপযোগের উন্নয়ন সাধন করেন- আলফ্রেড মার্শাল।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেন- মার্শাল।
- অর্থনীতিকে স্বল্পতার বা অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেন- এর. রবিন্স।
- উপযোগের পর্যায়বাচক পরিমাপের সুস্পষ্ট মতামত দেন- জে. আর. হিকস্ ও আর.জি.ডি. এলেন।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উন্নত রূপ দেন- আলফ্রেড মার্শাল।
- সর্বপ্রথম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ধারণা প্রদান করেন- হ্যারম্যান হেনরিখ গোসেন।
- আধুনিক সামষ্টিক অর্থনীতির জনক- লর্ড কেইন্স।
- আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা চাহিদা বৃদ্ধি পায়- বিলাসজাত দ্রব্যে।
- আয়ের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কম হয়- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে।
- ডানদিকে নিম্নগামী রেখার ঢাল- ঋণাত্মক।
- ডানদিকে উর্ধ্বগামী রেখার ঢাল- ধনাত্মক।
- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল- শূন্য।
- লম্ব অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল- অসীম।
- কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে অধীন চলক ও স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাত- রেখার ঢাল।
- প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণে β হলো- ঢাল।
- কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ভোক্তার বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়- চাহিদা রেখা।
- কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিক্রেতার বিভিন্ন পরিমাণ যোগান যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়- যোগান রেখা।
- নির্দিষ্ট সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে যে রেখার মাধ্যমে দুটি বিকল্প দ্রব্যের সংমিশ্রণ দেখানো হয়- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।
- বিভিন্ন বিন্দুতে দুটি উপকরণের সংমিশ্রণে সমান উৎপাদন নির্দেশ করে- সম-উৎপাদন রেখা।
- দ্রব্যের দাম স্থির থেকে চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা রেখা- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।
- দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন না ঘটলে চাহিদা রেখা- লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।
- রেখার সাহায্যে অঙ্কিত পরিসংখ্যান উপাত্তের চিত্ররূপই- লেখচিত্র।
- দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্কই- অপেক্ষক।
- যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে- পরামিতি।

CamScanner

- যে সমীকরণের দুই পক্ষে সমান ঘাতবিশিষ্ট দুটি বহুপদ থাকে তাই- অভেদ।
- মানুষের আয়ের ওপর যে দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে- স্বাভাবিক দ্রব্য।
- কোনো পণ্যের ওপর ভর্তুকি দিলে- উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- আলোচ্য দ্রব্যের দাম স্থির থেকে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনই- চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি।
- আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার- হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
- কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হলে তাকে- চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ বলে।
- ভোক্তার রুচির পরিবর্তনে- চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।
- চাহিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কোনো দ্রব্য পাওয়ার- আকাঙ্ক্ষা।
- বাজারে ভারসাম্য অবস্থায়- চাহিদা ও যোগান সমান।
- বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হলে তা নির্দেশ করে- উদ্বৃত্ত।
- বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে তা নির্দেশ করে- ঘাটতি।
- দাম ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রকাশ পায়- চাহিদা বিধিতে।
- মানুষের অভাব পূরণ করতে সক্ষম- উপযোগ।
- চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা পরস্পর ছেদ করে- ভারসাম্য বিন্দুতে।
- ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়- চাহিদা যোগানের সমতার ভিত্তিতে।
- বাজারে চাহিদা > যোগান হলে - দাম বৃদ্ধি পাবে।
- Q_d (চাহিদা) = Q_s (যোগান)- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ।
- $Q_d > Q_s$ হলে- দাম বৃদ্ধি পাবে।
- যোগানের চেয়ে চাহিদা কম হলে- পণ্য অবিক্রিত থাকবে।
- চলকের পরিবর্তনের হারকে বলে- স্থিতিস্থাপকতা।
- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে- দামের ওপর।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- স্থিতিস্থাপক দ্রব্য হলো- জাঁকজমকপূর্ণ দ্রব্য।
- চাহিদা অপেক্ষকের ঢাল- ঋণাত্মক।
- যোগান অপেক্ষকের ঢাল- ধনাত্মক।
- সকল বিন্দুতে ঢাল সমান নয়- বক্ররেখার।
- সাধারণত নিম্নগামী সরলরেখা বলতে বোঝায়- চাহিদা রেখাকে।
- সরলরেখার ঢাল যেকোনো অবস্থাতেই- সমান হয়।
- সরলরেখার ঢাল হলো- ৪ প্রকার।
- কম ঢালবিশিষ্ট রেখা হলো- কম খাড়া।
- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল হলো- শূন্য।
- ঢাল = $\frac{\text{অধীন চলকের পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}}$
- উৎপাদন না করলেও উদ্যোক্তাকে বহন করতে হয়- স্থির ব্যয়।
- উৎপাদন অক্ষ বা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়- স্থির ব্যয় রেখা।
- অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদাকে বলে- বিশুদ্ধ স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম- স্থির।
- প্রান্তিক আয় = মোট আয়ের পরিবতর্তন/ দ্রব্যের পরিমাণের পরিবর্তন।
- দামের পরিবর্তন হয়- চাহিদা ও যোগানের সমতা নষ্ট হলে।
- বাজারে চাহিদা > যোগান হলে- দাম বৃদ্ধি পাবে।
- বাজারে চাহিদা < যোগান হলে- দাম কমে যাবে।
- অভাবের তুলনায় সীমাবদ্ধ- সম্পদ।
- আধুনিক সামষ্টিক অর্থনীতির জনক- জে. এম. কেইন্স।
- "প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান" মতটি- মার্শালের।
- অভাব পূরণের কর্ম পর্যায়ের প্রথম ধাপ- উৎপাদন।
- অভাব পূরণের কর্ম পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপ- বিনিময়।
- কোন নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্য সরবরাহের পরিমাণ হলো- যোগান।
- 'উপযোগ হলো সেই গুণ যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম' সংজ্ঞাটি- মেয়ার্সের।
- সংখ্যাগত উপযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন- মার্শাল।
- সংখ্যাগত উপযোগের প্রাথমিক ধারণা দেন- ওয়ালরাস, জেভনস প্রমুখ অর্থনীতিবিদ।
- 'অর্থনীতিকে কল্যাণের বিজ্ঞান' বলেছেন- মার্শাল।
- মার্শালের গ্রন্থের নাম- Principles of Economics.
- ভোক্তার চাহিদা বিধির প্রবক্তা- জে. আর. হিক্স।
- 'উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাপযোগ্য, সংখ্যাগত নয়'। মতটি- হিক্স এলেনের।
- দুষ্প্রাপ্যতার অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তবভিত্তিক বক্তব্য দেন- এল. রবিন্স।
- উপযোগ একটি মানসিক ধারণা, বলেছেন- জে. আর. হিক্স।
- আধুনিক অর্থনীতির জনক- পল স্যামুয়েলসন।
- বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন বিন্দুতে- বিভিন্ন মানের হয়।
- লম্ব অক্ষ ও ভূমি অক্ষের পরিবর্তনের অনুপাতকে বলে- ঢাল।
- সরল রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে- সমান।
- 'এক বা একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখায় অপেক্ষক' উক্তিটি- স্যালভেটরের।

- উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, উক্তিটি- মেয়ার্সের।
- অধীন চলক ও স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতই হলো- ঢাল।
- লম্ব অক্ষ ও ভূমি অক্ষের পরিবর্তনের অনুপাতকেও- ঢাল বলে।
- কম বাড়ালে দ্রব্যের দাম- বাড়ে।
- কোন নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক তাকে বলে- যোগান।
- দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে- কমে ও বাড়ে।
- ভারসাম্য অবস্থার চাহিদা স্থির থেকে যোগান বাড়লে- দাম হ্রাস পায় ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
- যোগান স্থির থেকে চাহিদা বাড়লে- দাম ও চাহিদা দুটোই বৃদ্ধি পায়।
- চাহিদা স্থির থেকে যোগান কমলে- দাম বাড়ে ও চাহিদা হ্রাস পায়।
- দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ক হলো- চাহিদা অপেক্ষক।
- দুটি পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা- বাড়ে।
- a, b, c বা α, β, γ ইত্যাদি- পরামিতির চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ভোক্তার চাহিদা বিধির প্রবক্তা- জে. আর. হিক্স।
- হিক্স অ্যালেনের মতে- 'উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাপযোগ, সংখ্যাগতভাবে নয়।'-
- প্রান্তিক উপযোগ বিধির ধারণা দেন- জেভনস।
- এ বিধিতে উপযোগ পরিমাপ করা হয়- সংখ্যার মাধ্যমে।
- এ বিধি কার্যকর হতে হলে দ্রব্যের বিভিন্ন একক হবে- সমজাতীয়।
- এ বিধি কার্যকর ভোক্তা- যুক্তিশীল হতে হবে।
- ডানদিকে নিম্নগামী- দাম ও চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক।
- দামের পরিবর্তন হয়- চাহিদা ও যোগানের সমতা নষ্ট হলে।
- লম্ব অক্ষ এ ভূমি অক্ষের আপেক্ষিক পরিবর্তনকে- ঢাল বলে।
- সরল রেখার ঢাল সবসময়- স্থির থাকে।
- স্বাধীন চলকের উপর অধীন চলক- নির্ভরশীল।
- লম্ব অক্ষে দাম, ভূমি অক্ষে- পরিমাণ থাকবে।
- সমীকরণ দামের পরিবর্তনে চাহিদার পবির্তন দেখায়- চাহিদা।
- এখানে উৎপাদন বাড়ার সাথে- দাম স্থির।
- পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে- দাম স্থির থাকে।
- পূর্ণপ্রযোগিতামূলক বাজারে দাম = গড় আয় = প্রান্তিক আয়।
- ক্রয় করার সামর্থ্য নেই কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আছে- চাহিদা নয়।

অনুশীলনী

01. কোনো দ্রব্যের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম, তাকে কী বলে?
A. উৎপাদন B. উপযোগ
C. বিনিময়/চাহিদা D. যোগান

02. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত উপযোগ সংযোজিত হয় বা পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
A. মোট উপযোগ B. প্রান্তিক উপযোগ
C. রূপগত উপযোগ D. বস্তুগত উপযোগ

03. ক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বাজারে সরবরাহকৃত কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে, তাকে কী বলে?
A. যোগান B. চাহিদা C. উপযোগ D. উৎপাদন

04. চাহিদা রেখে বামদিকে স্থানান্তরিত হয়-
A. চাহিদা বৃদ্ধির কারণে B. চাহিদা সংকোচনের কারণে
C. চাহিদা সম্প্রসারণের কারণে D. চাহিদা হ্রাসের কারণে

05. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে?
A. হিকস B. এলেন C. মার্শাল D. রবিন্স

06. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ কী?
A. ভোগের পরিমাণ হ্রাস B. ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি
C. দাম বৃদ্ধি D. চাহিদা বৃদ্ধি

07. অর্থনীতিতে চাহিদা হলো, দ্রব্য সেবার জন্য ভোক্তার-
A. আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা B. অর্থব্যয়ের ইচ্ছা
C. অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য বা সম্পদের পর্যাপ্ততা
D. আকাঙ্ক্ষা পূরণের সমার্থ্য এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা

08. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার, আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন করে নতুন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি সম্ভব হলে, তাকে বলে-
A. উৎপাদন B. বিনিয়োগ
C. যোগান D. ভোগ

09. চিকিৎসকের চিকিৎসা সেবা কোন ধরনের উপযোগ?
A. রূপগত B. সময়গত C. সেবাগত D. স্থানগত

10. বাজার ভারসাম্য নির্ধারণের শর্ত কী?
A. দামের পরিমাণ = দ্রব্যের পরিমাণ
B. চাহিদার পরিমাণ = দামের পরিমাণ
C. চাহিদার পরিমাণ = যোগানের পরিমাণ
D. দামের পরিমাণ = যোগানের পরিমাণ

উত্তরমালা									
01	B	02	B	03	B	04	D	05	C
06	B	07	D	08	A	09	C	10	C

11. জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতেও নির্দিষ্ট দ্রব্যটির ভোগ একই রকম হলে এটি কী ধরনের দ্রব্য নির্দেশ করে?
A. বিলাসজাতীয় দ্রব্য B. পরিপূরক দ্রব্য
C. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য D. পরিবর্তক দ্রব্য

12. কোনটি গিফেন দ্রব্য?
A. মোটা চাল B. স্বর্ণ
C. মোবাইল ফোন D. রঙিন টেলিভিশন

13. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ?
A. ডানদিকে নিম্নগামী B. ডানদিকে উর্ধ্বগামী
C. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল D. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

14. কলম ও কালি পরস্পর কোন ধরনের দ্রব্য?
A. পরিবর্তক দ্রব্য B. পরিপূরক দ্রব্য
C. নিকৃষ্ট দ্রব্য D. ভেবলের দ্রব্য

15. বাজার অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট দামে বাজারে যে পরিমাণ পণ্য-দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়, তাকে কী বলে?
A. ভারসাম্য পরিমাণ B. ভারসাম্য দাম
C. বাজার চাহিদা D. বাজার যোগান

16. কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ কেমন হবে?
A. সর্বোচ্চ B. সর্বনিম্ন
C. শূন্য D. ঋণাত্মক

17. যোগানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক কোনটি?
A. বিকল্প দ্রব্যের দাম B. পরিপূরক দ্রব্যের দাম
C. পরিবহন ব্যয় D. দ্রব্যের নিজস্ব দাম

18. চাহিদা স্থির থেকে যোগান বাড়লে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব পড়বে?
A. দাম বাড়বে এবং পরিমাণ কমবে
B. দাম কমবে ও পরিমাণ বাড়বে
C. দাম কমবে ও পরিমাণ কমবে
D. দাম বাড়বে ও পরিমাণ বাড়বে

19. চাহিদা রেখা স্থানান্তরের কারণ কী?
A. দামের পরিবর্তন B. চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ
C. চাহিদা বিধি D. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি

20. দামব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয় হলো-
A. যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হলে দ্রব্যের দাম বাড়ে
B. যোগানের তুলনায় চাহিদা কম হলে দ্রব্যের দাম বাড়ে
C. চাহিদা ও যোগান সমান হলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়
D. চাহিদা ও যোগান সমান হলে দাম কমে

21. স্বাভাবিক দ্রব্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক-কারণ অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে-
A. আয় কমলে চাহিদা বাড়ে B. আয় কমলেও চাহিদা স্থির থাকে
C. আয় স্থির থাকলেও চাহিদা বাড়ে
D. আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে

উত্তরমালা											
11	C	12	A	13	B	14	B	15	A		
16	A	17	D	18	B	19	D	20	A		
21	D										

22. চাহিদার প্রধান নির্ধারক কোনটি?
A. ভোক্তার আয় B. ভোক্তার অভ্যাস
C. দ্রব্যের নিজস্ব দাম D. বিকল্প পণ্যের দাম

23. যোগান বিধি কার্যকর হয়-
A. দামের পরিবর্তনে B. উপকরণের দামের পরিবর্তনে
C. নির্দিষ্ট সময়ে D. সবগুলো

24. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে যদি-
A. রুচির পরিবর্তন হয় B. আয়ের পরিবর্তন হয়
C. দামের পরিবর্তন হয় D. A + B

25. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্যণীয় যে-
A. অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দাম বাড়ে
B. অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দাম কমে
C. চাহিদা ও যোগান সমান হলে দাম স্থির থাকে
D. A + C

26. চাহিদা বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত' বলতে যা বোঝায়-
A. ভোক্তা যুক্তিশীল B. ভোক্তার আয় স্থির
C. বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তন D. A + B

27. অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি সম্পর্কিত হলো-
A. চাহিদার সাথে B. সময়ের সাথে
C. যোগানের সাথে D. A + C

28. মোট উপযোগ যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ হবে-
A. সর্বোচ্চ B. সর্বনিম্ন
C. শূন্য D. ঋণাত্মক

29. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ কেমন হবে?
A. সর্বোচ্চ হবে B. বৃদ্ধি পাবে
C. হ্রাস পাবে D. শূন্য হবে

30. সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান হবে-
A. ধনাত্মক B. ঋণাত্মক
C. শূন্য D. অসীম

31. চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে?
A. চাহিদা সূচি B. চাহিদা অপেক্ষক
C. চাহিদা রেখা D. চাহিদা সমীকরণ

32. নিম্নের কোন দুইটি পরিবর্তক দ্রব্য?
A. চা ও চিনি B. কালি ও কলম
C. গাড়ি ও পেট্রোল D. চা ও কফি

33. দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা কমে যাওয়াকে বলে চাহিদার-
A. সংকোচন B. প্রসারণ C. হ্রাস D. বৃদ্ধি

34. নিচের কোন রেখাটির ঢাল ধনাত্মক?
A. ডানদিকে নিম্নগামী B. ডানদিকে উর্ধ্বগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

উত্তরমালা											
22	C	23	D	24	D	25	D	26	D		
27	C	28	D	29	A	30	C	31	C		
32	D	33	A	34	B						

35. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কী হারে ঘটে?
A. অধিক B. কম
C. সমান D. শূন্য

36. চাহিদা সমীকরণ 'Qd = α – βP' তে β কী?
A. ঢাল B. চলক
C. ধ্রুবক D. পরামিতি

37. দুটি দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হলে চাহিদা রেখা হবে-
A. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী B. ডানদিকে নিম্নগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব-অক্ষের সমান্তরাল

38. দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে কী বলে?
A. অভেদ B. লেখচিত্র
C. অপেক্ষক D. পরামিতি

39. নিচের কোন পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক?
A. টেলিভিশন B. গাড়ি
C. মাছ D. লবণ

40. নিকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত-
A. স্বাভাবিক দ্রব্য B. বিলাসজাত দ্রব্য
C. গিফেন দ্রব্য D. ভেবলেন দ্রব্য

41. কোনো দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায় কখন?
A. ভর্তুকি দিলে B. কর বৃদ্ধি করলে
C. দাম বাড়লে
D. উৎপাদন উপকরণের দাম বাড়লে

42. দ্রব্যের কোন বিষয়টি মানুষের অভাব পূরণের সাথে জড়িত?
A. উপযোগ B. উৎপাদন
C. বিনিময় D. যোগান

43. "উপযোগ সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য"- এই ধারণাটি কে প্রদান করেন?
A. মার্শাল B. মেয়ার্স
C. এল. রবিন্স D. ওয়ালরাস

44. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে?
A. বৃদ্ধি পাবে B. হ্রাস পাবে
C. স্থির থাকবে D. ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে

45. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ-
A. কমতে থাকবে B. শূন্য হবে
C. বাড়তে থাকবে D. স্থির থাকবে

46. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান স্থির থাকে, তাকে কী বলে?
A. অধীন চলক B. ধ্রুবক
C. পরামিতি D. স্বাধীন চলক

47. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল-
A. ধনাত্মক B. ঋণাত্মক C. অসীম D. শূন্য

উত্তরমালা

35	B	36	A	37	B	38	C	39	D
40	C	41	C	42	A	43	A	44	B
45	B	46	B	47	C				

48. লবণের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
A. ০ B. < ১
C. ১ D. > ১

49. সমাজে করের বোঝা বেশি হলে দ্রব্যের চাহিদা-
A. কমবে B. বাড়বে
C. স্থির থাকবে D. অসীম হবে

50. চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে বলে-
A. চাহিদা সূচি B. চাহিদা সমীকরণ
C. চাহিদা রেখা D. ব্যক্তিগত চাহিদা

51. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা কীরূপ?
A. ডানদিকে নিম্নগামী B. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
C. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল D. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

52. ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা স্থির থেকে যোগান বাড়লে নিচের কোনটি ঘটবে?
A. দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার হ্রাস
B. দামের হ্রাস ও চাহিদার বৃদ্ধি
C. দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার বৃদ্ধি
D. দামের হ্রাস ও চাহিদার হ্রাস

53. দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে বলে-
A. চাহিদা অপেক্ষক B. চাহিদা বিধি
C. দাম বিধি D. যোগান অপেক্ষক

54. চাহিদা রেখার সমীকরণ = a – bp তে 'a' হলো-
A. ধ্রুবক B. পরামিতি
C. স্বাধীন চলক D. অধীন চলক

55. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজানা থাকে তাকে কী বলে?
A. চলক B. ধ্রুবক
C. পরিমিত D. স্বাধীন চলক

56. শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ?
A. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল B. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
C. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল D. ডানদিকে নিম্নগামী

57. সীমাবদ্ধ সম্পদের যোগান রেখার ঢাল কেমন হবে?
A. ধনাত্মক B. ঋণাত্মক C. শূন্য D. অসীম

58. বাজার ভারসাম্যের শর্ত কী?
A. চাহিদা = যোগান B. চাহিদা = দাম
C. যোগান = দাম D. চাহিদা = দাম = যোগান

59. ব্যবহারের মাধ্যমে যখন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয়, তখন তাকে কী বলে?
A. ভোগ B. সঞ্চয় C. বিনিয়োগ D. সরকারি ব্যয়

উত্তরমালা

48	B	49	A	50	A	51	A	52	B
53	A	54	A	55	C	56	C	57	D
58	A	59	A						

60. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কোন দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে?
A. গিফেন দ্রব্য B. ভেবলেন দ্রব্য
C. নিত্য দ্রব্য D. প্রয়োজন্য দ্রব্য

61. চাহিদা রেখা স্থানান্তরের কারণ কী?
A. দামের পরিবর্তন
B. চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ
C. চাহিদা বিধি D. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি

62. স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীল সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে?
A. অপেক্ষক B. ঢাল
C. পরামিতি D. ধ্রুবক

63. শূন্য স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে যোগান রেখার আকৃতি হবে-
A. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল B. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
C. বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী
D. বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী

64. উপযোগ নিঃশেষ হয় কীভাবে?
A. দাম দ্বারা B. ভোগ দ্বারা
C. যোগান দ্বারা D. চাহিদা দ্বারা

65. যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বুঝায় তবে উৎপাদন বলতে কী বুঝায়?
A. যোগান সৃষ্টি B. উপযোগ সৃষ্টি
C. চাহিদা সৃষ্টি D. মজুদ সৃষ্টি

66. কোনটি পর্যায়গত উপযোগ?
A. ১, ২, ৩ B. I, II, III
C. সংখ্যাবাচক পছন্দক্রম D. পরিমাণগত উপযোগ

67. কোনটি সংখ্যাবাচক উপযোগ?
A. I, II, III B. ১ম, ২য়, ৩য়
C. পর্যায়গত পছন্দক্রম D. ১, ২, ৩

68. মোট উপযোগ (TU) সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) কী হবে?
A. $MU > 0$ B. $MU < 0$
C. $MU = 0$ D. $MU = \alpha$

69. মোট উপযোগ কীসের ওপর নির্ভর করে?
A. পণ্যের চাহিদার ওপর B. পণ্যের মানের ওপর
C. পণ্যের পরিমাণের ওপর D. পণ্যের আকারের ওপর

70. দ্রব্যের দাম তার প্রান্তিক উপযোগের কী?
A. সমান B. বেশি C. কম D. বিপরীতমুখী

71. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোট উপযোগ কী হয়?
A. বাড়ে B. কমে C. শূন্য হয় D. স্থির থাকে

উত্তরমালা									
60	B	61	D	62	A	63	B	64	B
65	B	66	B	67	D	68	C	69	A
70	A	71	A						

72. কখন ভোক্তা অতিরিক্ত এক একক দ্রব্যের জন্য কম দাম দিতে চায়?
A. দ্রব্যের উপযোগ বাড়লে B. দ্রব্যের দাম কমলে
C. দ্রব্যের উপযোগ কমলে D. দ্রব্যের দাম বাড়লে

73. ভোগ কি?
A. উপযোগ সৃষ্টি করা B. উপযোগ ব্যবহার করা
C. উপযোগ নিঃশেষ করা D. উপযোগ বিক্রয় করা

74. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা কীরূপ হয়?
A. উর্ধ্বগামী B. বামদিকে নিম্নগামী
C. ডানদিকে নিম্নগামী D. ডানদিকে উর্ধ্বগামী

75. উপযোগবাদ হিসেবে উপযোগ তত্ত্বের অবতারণা করেন কে?
A. অধ্যাপক মার্শাল B. জেরেমি বেনথাম
C. স্টেনলি জেভন্স D. হেনরি অ্যালেন

76. বেনথামের উপযোগ ধারণাকে সম্প্রসারিত করে অর্থনীতিতে প্রথম ব্যবহার করেন কে?
A. স্টেনলি জেভন্স B. কব-ডগলাস
C. অধ্যাপক ডাল্টন D. জন কেরি

77. আলফ্রেড মার্শাল কোন গ্রন্থে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করেন?
A. Wealth of Nations
B. The Principle of Econocims
C. The Principle of Welfare
D. Modern Micro Economics

78. কখন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়?
A. আয় বৃদ্ধির ফলে B. সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে
C. লাভের একক বৃদ্ধির ফলে D. ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে

79. চাহিদার সাথে দামের সম্পর্ক কীরূপ?
A. সমান B. উর্ধ্বমুখী
C. বিপরীতমুখী D. সমমুখী

80. চাহিদা বিধি কার্যকর হয় কখন?
A. ভোক্তার আয় বাড়লে
B. ভোক্তার সংখ্যা বাড়লে
C. অভ্যাসের পরিবর্তন হলে
D. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে

81. বিকল্প দ্রব্যের উদাহরণ কোনটি?
A. গাড়ি ও পেট্রোল B. চা ও চিনি
C. কলম ও কালি D. বিদ্যুতের বাতি ও মোমবাতি

82. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে কী বলা হয়?
A. স্বাভাবিক দ্রব্য B. গিফেন দ্রব্য
C. ভেবলেন দ্রব্য D. বিকল্প দ্রব্য

উত্তরমালা									
72	C	73	C	74	C	75	B	76	A
77	B	78	D	79	C	80	D	81	D
82	B								

83. স্বল্প আয়ের মানুষ সাধারণত ভাতের অভাবে কম দামে আলু খায়। এক্ষেত্রে নিচের কোনটি গিফেন দ্রব্য?
A. চাল B. মোবাইল
C. সাইকেল D. টিভি

84. দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক প্রকাশ কোন সূচিতে?
A. যোগান সূচি B. ভোগ সূচি
C. চাহিদা সূচি D. উপযোগ সূচি

85. কীসের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা আঁকা হয়?
A. চাহিদা সূচি B. দাম সূচি
C. দ্রব্যের পরিমাণ D. বিক্রয়ের পরিমাণ

86. লম্ব বা দাম অক্ষকেক ছেদ করে কোন যোগান রেখা?
A. শূন্য স্থিতিস্থাপক
B. একক স্থিতিস্থাপক
C. এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক
D. এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপক

87. বাজারে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে কী বলে?
A. ব্যক্তিগত চাহিদা B. সামাজিক চাহিদা
C. বাজার চাহিদা D. জাতীয় চাহিদা

88. বাজার চাহিদা কী ধরনের ধারণা?
A. ব্যষ্টিক B. সামষ্টিক C. ক্ষুদ্র D. ব্যক্তিগত

89. ব্যক্তিগত চাহিদা কোন ধরনের ধারণা?
A. ক্ষুদ্র B. একক C. বৃহৎ D. সমষ্টিক

90. একজন ভোক্তা বিবেচনা করা হয় কোন ক্ষেত্রে?
A. বাজার চাহিদা B. সামষ্টিক চাহিদা
C. ব্যক্তিগত চাহিদা D. জাতীয় চাহিদা

91. ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাসমূহের যোগফল থেকে কোন রেখা পাওয়া যায়?
A. বাজার চাহিদা রেখা B. ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা
C. ফার্মের চাহিদা রেখা D. শিল্পের চাহিদা রেখা

92. কোনটির মান পরিবর্তনশীল?
A. চলক B. ধ্রুবক
C. সহগ D. অপেক্ষক

93. যে রাশির মান পরিবর্তিত হয় না তাকে কী বলে?
A. চলক B. ধ্রুবক C. অপেক্ষক D. পরামিতি

94. দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের কয়টি পদ্ধতি রয়েছে?
A. ৩ B. ৫ C. ৭ D. ৮

95. $Q = a - bP$ কোন ধরনের অপেক্ষককে নির্দেশ করে?
A. উপযোগ B. উৎপাদন C. চাহিদা D. যোগান

96. $Q_S = -C + dP$ সমীকরণটি ঢাল কত?
A. $-C$ B. d C. P D. Q

97. কোন রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল স্থির থাকে?
A. সমপরাবৃত্তাকার B. বক্ররেখার
C. সরল রেখার D. নিরপেক্ষ রেখার

98. $D = a - bP$ চাহিদা সমীকরণ থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা কীরূপ হবে?
A. ঊর্ধ্বগামী সরলরেখা B. নিম্নগামী সরলরেখা
C. নিম্নগামী বক্ররেখা D. সমপরাবৃত্তাকার রেখা

99. $D = 10-2P$ হলে এক্ষেত্রে কোনটি অধীন চলক?
A. D B. 10
C. 2 D. P

100. চাহিদার একক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
A. $e = 0$ B. $e = \infty$
C. $e = 1$ D. $e > 1$

101. স্বাভাবিক দ্রব্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা কী ধরনের হয়?
A. ধনাত্মক B. ঋণাত্মক
C. সমানুপাতিক D. শূন্য

102. কোন দুটি দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক?
A. গুড় ও চিনি B. চা ও কফি
C. কলম ও পেনসিল D. কোক ও সেভেন আপ

103. পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হয়?
A. নিম্নগামী B. ঊর্ধ্বগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

104. কোন মানটি হলে বোঝা যাবে দ্রব্যটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা?
A. এককের চেয়ে কম B. এককের চেয়ে বেশি
C. শূন্য D. অসীম

105. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কোন যোগান রেখা?
A. শূন্য স্থিতিস্থাপক
B. অসীম স্থিতিস্থাপক
C. এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপক
D. একক স্থিতিস্থাপক

106. পণ্যের দাম স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারক (Determinant) নয় কোনটি?
A. পণ্যের প্রকৃতি
B. পণ্য ক্রয়ে আয়ের আনুপাতিক ব্যয়
C. পণ্যে বিক্রেতার সংখ্যা
D. পণ্যের বিকল্প ও পরিপূরকের পর্যাপ্ততা

107. ভোগ অপেক্ষক $C = a + bY_D$ এর মান কত হতে পারে?
A. -১ B. ০.৭ C. ৩ D. ∞

উত্তরমালা													
83	A	84	C	85	A	86	C	87	C				
88	B	89	A	90	C	91	A	92	A				
93	B	94	B	95	C	96	B						

উত্তরমালা													
97	C	98	B	99	A	100	C	101	A				
102	A	103	B	104	A	105	B	106	D				
107	D												

তৃতীয় অধ্যায়: উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

মানুষ নতুন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে শ্রমের দ্বারা পরিবর্তন করে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে উৎপাদন। **উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বা উপযোগ বৃদ্ধি করাকে বোঝায়।** আধুনিক বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হতে হলে উপযোগের পাশাপাশি 'বাজার মূল্য' বা 'বিনিময় মূল্য' থাকতে হবে।

মানুষ বন হতে গাছ কেটে কাঠ তৈরি করে এবং সেই কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র নির্মাণ করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে গাছের আসবাবপত্র হিসেবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকেই উৎপাদন বলে। "যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায় তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায়।" বলেন- অর্থনীতিবিদ ফ্রেসার।

উৎপাদনের উপকরণ

অর্থনীতিতে ব্যাপক অর্থে উৎপাদনের উপকরণ বলতে নিম্নোক্ত ৪টি উপাদানকেই নির্দেশ করে। যথা-

উৎপাদনের উপকরণ

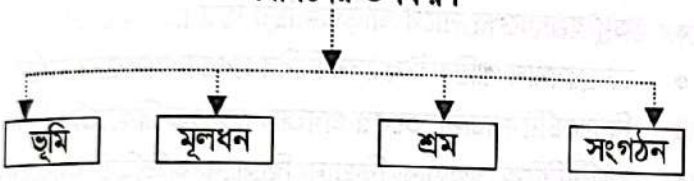

নোট: আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদনের পঞ্চম উৎপাদন হিসেবে 'প্রযুক্তি' জ্ঞানকে চিহ্নিত করেন।

০১. ভূমি

অর্থনীতিতে ভূমি বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সেসব বস্তুকে বোঝায়, যেগুলো মানুষের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে। 'আদি' ও 'মৌলিক' উপাদান হিসেবে ভূমির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আরো জানতে হবে

- ভূমি উৎপাদনের আদিম- উপকরণ।
- যেসব প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু যা অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে তাকে বলে- ভূমি।
- গতিশীলতা নেই- ভূমির।
- প্রকৃতির দান বলা হয়- ভূমিকে।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

- ভূমি প্রকৃতির দান
- ভূমির যোগান দাম নেই
- ভূমি চিরস্থায়ী
- স্থানান্তরযোগ্য নয় [মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য]
- ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ
- ভূমি প্রকৃতির একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান
- ভূমির কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই
- অবস্থানগত কারণে মূল্যের পার্থক্য হয়

০২. শ্রম

উৎপাদন বা আয় অর্জনের কাজে নিয়োজিত শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

- জীবন্ত উপকরণ
- ক্ষণস্থায়ী (সঞ্চয় করা যায় না)
- শ্রমিক ও শ্রম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য
- শ্রম উৎপাদন গতিশীল
- সময়সাপেক্ষ
- শ্রমের যোগানের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান
- শ্রমিককে উৎপাদন ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয়
- সক্রিয় উপকরণ

০৩. মূলধন

অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন- কৃষকদের বীজ ধান, যা পরবর্তী বছর অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

- উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বা উপাদান- মূলধন।
- যে জিনিস উৎপাদিত হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- মূলধন।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

- উৎপাদনশীল
- অতীত শ্রমের ফল
- সঞ্চয়ের ফল
- উৎপাদন খরচ

০৪. সংগঠন

উৎপাদনের অপরাপর উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন ও নিয়োগ করার মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার যে সুনিপুণ প্রচেষ্টা, তাকে সংগঠন বলে।

- উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করাই- সংগঠন।
- উৎপাদনের উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করাকে বলে- সংগঠন।
- উৎপাদনের সব ঝুঁকি বহন করে- সংগঠন।
- উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন পরিচালনা করে- সংগঠন।

সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

- সংগঠন, সংগঠক ও উদ্যোক্তা এক প্রকার বিশেষ ধরনের শ্রম
- জীবন্ত উপকরণ
- উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান
- মুনাফা অর্জন
- যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে

এক নজরে এই অধ্যায় সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- উৎপাদন এবং উপকরণের মধ্যে যে কারিগরি সম্পর্ক বিরাজ করে তাকে- উৎপাদন অপেক্ষক বলে।
- প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে মোট উৎপাদন- সর্বোচ্চ হয়।
- শ্রমের মালিক- শ্রমিক।
- উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- মূলধন।
- যদি মোট উৎপাদন হ্রাস পায় তবে প্রান্তিক উৎপাদন- ঋণাত্মক হয়।
- উৎপাদনের উপাদান- ৪টি।
- অর্থনীতিতে উৎপাদনের চারটি উপকরণ হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- ডাক্তারের চিকিৎসা প্রদান- সেবাগত উপযোগ।
- দ্রব্যের স্থান পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়- স্থানগত উপযোগ।
- দ্রব্যের আকার ও আকৃতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়- রূপগত উপযোগ।
- সেবা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- সেবাগত উপযোগ।
- শ্রমের যোগান বৃদ্ধি- সময় সাপেক্ষ।
- কোনো দ্রব্যের একক প্রতি উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে বলে- গড় ব্যয়।
- স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি- মোট ব্যয়।
- উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করতে মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলে- প্রান্তিক ব্যয়।
- দীর্ঘকালে উৎপাদন ক্ষেত্রে সকল ব্যয়- পরিবর্তনীয় ব্যয়।
- উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয় তাই- পরিবর্তনীয় ব্যয়।
- উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের ওপর নির্ভর করে না- স্থির ব্যয়।
- প্রান্তিক ব্যয় $(MC) = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন } (\nabla TC)}{\text{মোট উৎপাদনের পরিবর্তন } (\nabla Q)}$
- স্থির ব্যয় + পরিবর্তনীয় ব্যয় = মোট ব্যয়।
- উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে- পরিবর্তনীয় ব্যয়।
- শুধু স্বল্পকালের সাথে জড়িত- স্থির ব্যয়।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা- আলফ্রেড মার্শাল।
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের প্রবক্তা- ডেভিড রিকার্ডো।
- অর্থনীতিকে স্বল্পতার বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন- এল. রবিন্স।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন- ফরাসি অর্থনীতিবিদ টারগো।
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা প্রদান করেন- এডওয়ার্ড ওয়েস্ট, মার্শাল, রিকার্ডো, ম্যালথাস প্রমুখ।
- AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন- $AC > MC$
- AC রেখা যখন ঊর্ধ্বগামী তখন- $AC < MC$
- AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে- $AC = MC$
- 'U' আকৃতির মতো রেখা হয়- AC
- AC ও MC রেখার মধ্যে সম্পর্ক- ৩টি।
- স্বল্পকালে যে ব্যয় পরিবর্তন করা যায় না- স্থির ব্যয়।
- দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়ের পরিমাণ- শূন্য।
- উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত- পরিবর্তনীয় ব্যয়।
- কাঁচামালের ব্যয়, পরিবহন ব্যয় ও অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি- পরিবর্তনীয় ব্যয়।
- উৎপাদনের এক একক পরিবর্তনে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে বলে- প্রান্তিক ব্যয়।
- স্থির উপকরণের জন্য স্বল্পকালে বহন করতে হয়- স্থির ব্যয়।
- মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদন ব্যয় দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়- গড় ব্যয়।
- গড় ব্যয় $(AC) = \frac{\text{মোট ব্যয় } (TC)}{\text{মোট উৎপাদন } (Q)}$

- মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়- মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।
- উৎপাদন শূন্য হলে শূন্য হয়- TVC.
- স্বল্পকালে TC রেখা শুরু হয়- FC এর ওপর থেকে।
- উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বহন করতে হয়- স্থির ব্যয়।
- দীর্ঘকালে মোট ব্যয় সমান হয়- পরিবর্তনশীল ব্যয়ের।
- গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে সমান হয়- MC রেখা।
- AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর পরে- AC > MC হয়।
- AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর পূর্বে- AC < MC হয়।
- কোন দ্রব্যের উৎপাদন একক এক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তন বলে- প্রান্তিক ব্যয়।
- একটি উৎপাদন ইউনিটকে বোঝায়- প্লান্ট।
- কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত হয়- শিল্প।
- ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বলে- বাজার।
- একই মালিকানায় এক বা একাধিক প্লান্টের সমষ্টিকে বলে- ফার্ম।
- উৎপাদন বন্ধ থাকলে বহন করতে হয় না- পরিবর্তনশীল ব্যয়।
- মোট ব্যয় থেকে স্থির ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায়- পরিবর্তনশীল ব্যয়।
- কারখানা ভাড়া, কর্মীদের বেতন ও সম্পত্তি কর ইত্যাদি- স্থির ব্যয়।
- মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়- প্রান্তিক ব্যয়।
- মোট আয়কে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়- গড় আয়।
- কোনো দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য ও সেবার গড় দামকে বলে- দামস্তর।
- উৎপাদন ও উপাদনের মধ্যে কারিগরি সম্পর্ক প্রকাশ করে- উৎপাদন অপেক্ষক।
- উৎপাদন ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে- ব্যয় অপেক্ষক।
- ব্যয় অপেক্ষকে মোট উৎপাদনের ওপর মোট ব্যয়ের নির্ভরশীলতা- প্রকাশ হয়।
- উৎপাদন ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে- আয় অপেক্ষক।
- দ্রব্য ভোগের সাথে উপযোগের সম্পর্ক প্রকাশ হয়- উপযোগ অপেক্ষক।
- উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ- শ্রম।
- দ্রব্যের একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়কে বলা হয়- গড় পরিবর্তন ব্যয় বা AVC।
- মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়- গড় স্থির ব্যয় বা AFC।
- স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে বিদ্যমান থাকে- AVC।
- গড় আয় (AR) = $\frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$
- মোট আয় = দাম (P) × মোট উৎপাদন (Q)
- প্রান্তিক আয় (MR) = $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবির্তন (VTR)}}{\text{মোট উৎপাদনের পরিবর্তন (VQ)}}$
- স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে বিদ্যমান থাকে- পরিবর্তনশীল ব্যয়।
- স্থির খরচের উদাহরণ- অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি।
- স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, সম্পত্তি কর, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি- স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।
- গড় স্থির খরচ (AFC) + গড় পরিবর্তনীয় খরচ (AVC)- গড় খরচ (AC)।
- উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত হয়- স্থির ব্যয় (TFC)।

অনুশীলনী

01. উৎপাদনের চিরস্থায়ী উপাদান হলো-
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

02. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
A. আয় B. উৎপাদন C. উপকরণ D. বিনিয়োগ

03. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে কী বলে?
A. সম্পদ B. উৎপাদন C. উপকরণ D. মোট আয়

04. কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে কী বলে?
A. উৎপাদন B. উৎপাদন অপেক্ষক
C. সম্পদ D. প্রান্তিক উৎপাদনবিধি

05. কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়?
A. স্থায়ী কর্মচারীর বেতন B. বাড়ি ভাড়া
C. দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের সুদ D. শ্রমের মজুরি

06. কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব বস্তু ও সেবাকর্ম প্রয়োজন তাকে বলে-
A. উৎপাদন অপেক্ষক B. উৎপাদনের উপকরণ
C. মাত্রাগত উৎপাদন D. উৎপাদন পদ্ধতি

07. একটি উৎপাদন অপেক্ষকে, উৎপাদনের সাথে নিচের কোনটির সম্পর্ক প্রকাশ পায়?
A. দামের B. উপকরণের C. সুদের D. চাহিদার

08. শ্রমের মালিক কে?
A. সংগঠক B. শ্রমিক C. ভূস্বামী D. শিল্পপতি

09. উৎপাদনের কোন উপকরণটি জীবন্ত
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. কোনোটিই নয়

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	B	04	B	05	D
06	B	07	B	08	B	09	B		

10. অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়?
A. ৫০ বছরের অধিক সময়কাল
B. যে সময়কালে কিছু উপকরণ স্থির থাকে
C. যে সময়কালে কিছু উপকরণ অপরিবর্তিত হয়
D. যে সময়কালে সকল উপকরণই পরিবর্তনশীল

11. স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি পরিবর্তনশীল উপকরণ?
A. জমি B. বিল্ডিং C. জ্বালানি D. মেশিনারিজ

12. একটি উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ থেকে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে বলে-
A. প্রান্তিক উৎপাদন B. গড় উৎপাদন
C. মোট উৎপাদন D. সম-উৎপাদন

13. উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

14. কোনটি শ্রমের বৈশিষ্ট্য?
A. শ্রম অবিনশ্বর B. শ্রম উৎপাদিত উপকরণ
C. শ্রম সক্রিয় উপকরণ D. শ্রম নিষ্ক্রিয় উপকরণ

15. যদি মোট উৎপাদন হ্রাস পায় তবে প্রান্তিক উৎপাদন-
A. ঋণাত্মক হয় B. শূন্য হয়
C. হ্রাস পায় D. বৃদ্ধি পায়

16. ডাক্তারের চিকিৎসা কোন ধরনের উপযোগের সাথে সম্পর্কিত?
A. রূপগত B. স্থানগত C. সেবাগত D. কালগত

17. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

18. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাকে বলে-
A. মোট ব্যয় B. গড় ব্যয়
C. প্রান্তিক ব্যয় D. পরিবর্তনীয় ব্যয়

19. উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যয়কে কী বলা হয়?
A. প্রান্তিক ব্যয় B. মোট ব্যয়
C. স্থির ব্যয় D. পরিবর্তনশীল ব্যয়

20. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে?
A. ডেভিড রিকার্ডো B. আলফ্রেড মার্শাল
C. এ কুটসোয়ানিস D. এল. রবিন্স

21. AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন নিচের কোনটি সঠিক?
A. AC > MC B. AC < MC
C. AC = MC D. AC ≤ MC

22. নিচের কোনটি স্থির ব্যয়ের উদাহরণ?
A. কাঁচামালের ব্যয় B. পরিবহন ব্যয়
C. কারখানার ভাড়া D. অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি

23. উৎপাদনের এক একক পরিবর্তনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় সেটি কোন ধরনের ব্যয়?
A. স্থির ব্যয় B. গড় ব্যয়
C. প্রান্তিক ব্যয় D. পরিবর্তনীয় ব্যয়

24. কোন ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি পায়?
A. স্থির B. গড়
C. প্রান্তিক D. পরিবর্তনশীল

25. গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন অবস্থায় কোনটি সঠিক?
A. AC < MC B. AC > MC
C. AC – MC D. AC ≠ MC

26. কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত একাধিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মিলে গঠিত হয়-
A. প্লান্ট B. শিল্প
C. বাজার D. ফার্ম

27. কোন ব্যয় উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?
A. কারখানার ভাড়া B. নিরাপত্তারক্ষীর বেতন
C. বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় D. সম্পত্তির ওপর কর

28. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে-
A. প্রান্তিক আয় (MR) B. গড় আয় (AR)
C. মোট রাজস্ব D. দামস্তর

29. উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ক যে অপেক্ষক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে কী অপেক্ষক বলে?
A. ব্যয় অপেক্ষক B. আয় অপেক্ষক
C. উৎপাদন অপেক্ষক D. উপযোগ অপেক্ষক

30. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে যখন-
A. AC যখন বর্ধমান B. AC যখন হ্রাসমান
C. AC যখন সর্বনিম্ন D. AC যখন সর্বোচ্চ

31. নিচের কোনটি গতিশীলতা নেই?
A. ভূমি B. শ্রম
C. মূলধন D. সংগঠন

32. $\Delta TC/\Delta Q$ = কত?
A. AFC B. AVC
C. AC D. MC

33. দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় অনুপস্থিত থাকে?
A. AFC B. AVC
C. AC D. MC

34. AFC ও AVCএর সমষ্টিকে কী বলা হয়?
A. AC B. TVC
C. TFC D. MC

উত্তরমালা									
10	D	11	C	12	A	13	C	14	C
15	A	16	C	17	C	18	C	19	C
20	B	21	A	22	C				

উত্তরমালা								
23	C	24	D	25	C	26	B	27	C
28	A	29	C	30	C	31	A	32	D
33	A	34	A						

35. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে কী বলে?
A. শ্রম B. মূলধন C. সংগঠন D. ভূমি

36. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
A. নতুন দ্রব্য সৃষ্টি B. নতুন উপযোগ সৃষ্টি
C. অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি D. উপকরণ একত্রীকরণ

37. সঞ্চয় কোন উপকরণের উৎস?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

38. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে?
A. ভূমি B. শ্রম C. সংগঠন D. মূলধন

39. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে-
A. উৎপাদন বিধি B. মাত্রাগত উৎপাদন
C. উৎপাদন ব্যয় D. প্রান্তিক উৎপাদন

40. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, প্রান্তিক উৎপাদন তখন-
A. বৃদ্ধি পায় B. হ্রাস পায়
C. স্থির থাকে D. শূন্য হয়

41. দীর্ঘকালে গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন হয়?
A. ঊর্ধ্বগামী B. নিম্নগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. সম্প্রসারিত U আকৃতির

42. কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?
A. যখন AC নিম্নগামী B. যখন MC নিম্নগামী
C. যখন AC সর্বনিম্ন D. যখন MC ঊর্ধ্বগামী

43. TFC ও TVC এর সমষ্টিকে বলা হয়-
A. AC B. MC
C. TC D. VC

44. নিচের কোন রেখাটি U আকৃতির?
A. AFC B. TFC
C. AC D. TC

45. কোন বিষয়টি শুধু স্বল্পকালে সম্পৃক্ত?
A. মোট স্থির খরচ B. পরিবর্তনশীল খরচ
C. গড় খরচ D. মোট খরচ

46. নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটি?
A. চাহিদা B. ভোগ C. যোগান D. উৎপাদন

47. TC ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে রেখা কেমন হবে?
A. ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী B. ডানদিকে নিম্নগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

48. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
A. আয় B. উৎপাদন C. উপকরণ D. বিনিয়োগ

49. নিচের ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন রেখাটি মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়?
A. TVC B. TFC C. TC D. AFC

50. কখন গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়?
A. প্রান্তিক ব্যয় (MC) সর্বনিম্ন হলে B. প্রান্তিক ব্যয় (MC) বাড়লে
C. গড় ব্যয় (AC) কমলে D. গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন হলে

51. মোট ব্যয় সমান-
A. MC + AC B. MC + AVC
C. FC + MC D. TFC + TVC

52. গড় ব্যয় রেখা (AC) যখন নিম্নগামী, তখন নিচের কোনটি ঘটে?
A. AC > MC B. AC = MC
C. AC < MC D. AC ≥ MC

53. স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে কী বলে?
A. স্থির ব্যয় B. পরিবর্তনীয় ব্যয়
C. মোট ব্যয় D. প্রান্তিক ব্যয়

54. নিচের কোন রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
A. TVC B. TFC C. AFC D. AVC

55. স্বল্পকালের জন্য কোনটি সত্য?
A. FC = 0 B. TC = VC
C. TC = FC + VC D. AC = AVC

56. অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাকে কী বলে?
A. মোট পরিবর্তনীয় খরচ B. মোট খরচ
C. গড় পরিবর্তনীয় খরচ D. প্রান্তিক খরচ

57. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়?
A. AVC B. AFC C. AC D. MC

58. TFC = 10, TVC = 20 উৎপাদনের পরিমাণ Q = 10 হলে TC = কত?
A. 100 B. 30 C. 20 D. 10

59. কোনটি স্থির খরচের অন্তর্ভুক্ত?
A. বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যয় B. বিদ্যুৎ বিল
C. পরিবহন ব্যয় D. কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়

60. দীর্ঘকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
A. শ্রম, মূলধন ও সংগঠন স্থির থাকে কিন্তু ভূমি পরিবর্তিত হয়
B. ভূমি, শ্রম ও মূলধন স্থির থাকে কিন্তু সংগঠন পরিবর্তিত হয়
C. ভূমি ও শ্রম স্থির কিন্তু মূলধন ও সংগঠন পরিবর্তিত হয়
D. সকল উপকরণ পরিবর্তিত হয়

61. গড় ব্যয় (AC) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) হবে যখন-
A. AC রেখা নিম্নগামী B. MC রেখা নিম্নগামী
C. AC সর্বনিম্ন D. MC সর্বনিম্ন

62. স্বল্পকালে কোন রেখাটি U আকৃতির হয়?
A. TC B. TVC C. AC D. AVC

63. উৎপাদনের কোন উপাদানটি অবিনশ্বর?
A. মূলধন B. সংগঠন C. শ্রম D. ভূমি

উত্তরমালা									
35	B	36	B	37	C	38	C	39	B
40	A	41	D	42	C	43	C	44	C
45	A	46	D	47	B	48	B	49	A

উত্তরমালা									
50	D	51	D	52	A	53	A	54	B
55	C	56	D	57	B	58	B	59	A
60	D	61	C	62	C	63	D		

CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়: বাজার

অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না বরং কোনো দ্রব্যকে বোঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

বাজারের বৈশিষ্ট্য বা উপাদান

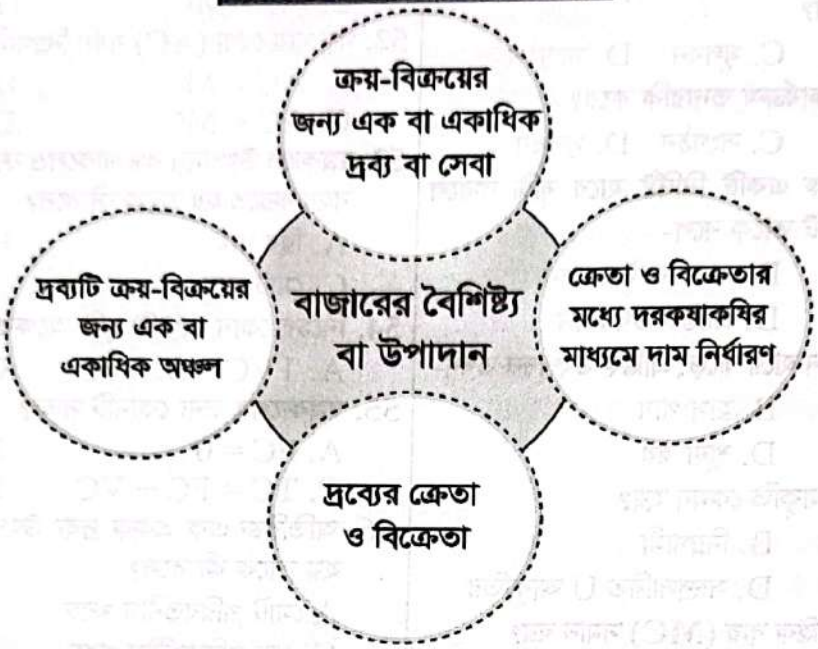

বাজারের শ্রেণিবিভাগ

আয়তনের ভিত্তিতে ৩ ধরনের বাজার

স্থানীয় বাজার

কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকা সীমাবদ্ধ হলে তাকে স্থানীয় বাজার বলে। **যেমন-** মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতির বাজার।

- যে দ্রব্যের বাজার বিশেষ অঞ্চল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে বলে- স্থানীয় বাজার।
- স্থানীয়ভাবে সংঘটিত বাজারকে বলে- স্থানীয় বাজার।

জাতীয় বাজার

কোনো পণ্যের বাজার সারা দেশব্যাপী হলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। **যেমন-** দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বাজার।

- যে দ্রব্যের বাজার সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত তাকে বলে- জাতীয় বাজার।
- একটি দেশের সমগ্র স্থান জুড়ে বিস্তৃত বাজারকে বলে- জাতীয় বাজার।

আন্তর্জাতিক বাজার

কোনো পণ্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হলে সে বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। **যেমন-** সোনা, রূপা, পাট, চা প্রভৃতির বাজার।

- কোন পণ্যের বাজার দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে সম্প্রসাতি হলে তাকে বলে- আন্তর্জাতিক বাজার।
- যে দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হয় তাকে বলে- আন্তর্জাতিক বাজার।
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক হলো- আন্তর্জাতিক বাজার।

সময়ের ভিত্তিতে ৪ ধরনের বাজার

স্বল্পকালীন বাজার

এ বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে যোগানের চেয়ে চাহিদার ভূমিকা অধিক।

- চাহিদা পরিবর্তনের সাথে দ্রব্যের যোগান সামান্যতম পরিবর্তন করা যায়- স্বল্পকালীন বাজারে।
- দ্রব্যের দাম নির্ধারণে যোগানের চেয়ে চাহিদার ভূমিকা বেশি হয়- স্বল্পকালীন বাজারে।
- কাপড় যে বাজারের পণ্য- স্বল্পকালীন।
- শাড়ি, লুঙ্গি ইত্যাদি বাজার- স্বল্পকালীন বাজার।

অতি স্বল্পকালীন বাজার

পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন- মাছ, মাংস, শাকসবজির ইত্যাদির বাজার। এ বাজারে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না এবং চাহিদা পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটে।

CamScanner

- অতি স্বল্পকালীন বাজারের দ্রব্য- কাঁচা দুধ।
- সাধারণত পচনশীল দ্রব্যের বাজার- অতি স্বল্পকালীন।
- মাছ, মাংস ও শাক-সবজির বাজার- অতি স্বল্পকালীন।
- দ্রব্যের চাহিদা ভিত্তিতে দাম উঠানামা করে- অতি স্বল্পকালীন বাজারে।
- যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়- অতিস্বল্পকালীন বাজারে।
- যে দ্রব্যের বাজার অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয় তা- অতি স্বল্পকালীন বাজার।

দীর্ঘকালীন বাজার

যে সময়ে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

- দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী উপকরণসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে যোগানের পরিবর্তন করা যায়- দীর্ঘকালীন বাজারে।
- চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ে দাম নির্ধারিত হয়- দীর্ঘকালীন বাজারে।
- মোবাইল, মটর গাড়ির বাজার- দীর্ঘকালীন বাজার।
- উড়োজাহাজ, আসবাবপত্রের বাজার- দীর্ঘকালীন।
- চাহিদা পরিবর্তনের সাথে যোগানের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব- দীর্ঘকালীন বাজারে।

অতি দীর্ঘকালীন বাজার

দাম নির্ধারণ অনিশ্চিত থাকে।

- দাম নির্ধারণ অনিশ্চিত থাকে- অতি দীর্ঘকালীন বাজারে।
- বাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যোগান বৃদ্ধি করা যায়- অতি দীর্ঘকালীন বাজারে।
- অতি দীর্ঘকালীন বাজারের পণ্যদ্রব্য- স্বর্ণ।
- যে বাজারে স্থিতিকাল অতিদীর্ঘ তাকে বলে- অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
- বিমান, জাহাজ ইত্যাদি বাজার- অতি দীর্ঘকালীন।

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ২ ধরনের বাজার

(১) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে দাম গ্রহীতা (Price Taker) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- উপকরণের পূর্ণগতিশীলতা বিদ্যমান- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা রেখা।
- চাহিদা, গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও দাম রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- অসংখ্য ফার্ম থাকে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- বিজ্ঞাপনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভারসাম্যের শর্ত- $P = AR = MR$।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে- $MR = MC$ হয়।
- দাম = প্রান্তিক আয় হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয় (TR) রেখা- ঊর্ধ্বগামী হয়।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায়- $P = MC$ হয়।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে- দাম = চাহিদা হয়।
- P, AR ও MR তিনটি রেখাই ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়- চাহিদা ও যোগান দ্বারা।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় AC ও MC রেখা উভয়ই হয়- 'U' আকৃতি বিশিষ্ট
- সরকারি প্রভাবমুক্ত বাজার- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মূল লক্ষ্য- সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা অর্জন হয়- তিনভাবে।
- স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হয়- $P = AC$
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের শর্ত হলো- $P > AC$
- স্বল্পকালীন AC রেখা মুনাফা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ- পূর্ণ প্রতিযোগিতায়।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে উৎপাদন হলে- $AC < P < AVC$
- স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় হয়- $P = AC$
- দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক থাকে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।

CamScanner

- দাম স্থির থাকে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- দাম গ্রহীত বলা হয়- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বনিম্ন হয়- ব্যয়।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বনিম্ন হয়- ব্যয়।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মূল লক্ষ্য- সর্বনিম্ন ব্যয়ে মুনাফা সর্বোচ্চ করা।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ফার্মের আয় বৃদ্ধি পায় তাই- TR রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে বলা হয়- দামগ্রহীতা।
- দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না- পূর্ণ প্রতিযোগি ফার্ম।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে ফার্ম অর্জন করে- স্বাভাবিক মুনাফা।
- স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও লোকসান করে- পূর্ণ প্রতিযোগি ফার্ম।

(২) অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

যে বাজারে অল্পসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসম প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে- AR > MR হয়।
- AR, MR রেখা ডানদিকে নিম্নগামী- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
- দাম ভিন্ন থাকে- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যগুলো- পৃথক গুণসম্পন্ন
- বিজ্ঞাপনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিপরীত বাজার হলো- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটির অভাব ঘটলে তা- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রকারভেদসমূহ

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	বৈশিষ্ট্য
একচেটিয়া বাজার	◆ একজন মাত্র বিক্রেতা, অসংখ্য ক্রেতা। ◆ পণ্যের চাহিদা কম। ◆ পরিবর্তক দ্রব্য অনুপস্থিত। ◆ পণ্যের নিয়ন্ত্রিত যোগান। ◆ অস্বাভাবিক মুনাফা। ◆ ফার্মের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সুবিধা অর্জন। ◆ নতুন ফার্ম উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। *নোট: এরূপ বাজারকে দাম প্রণেতা (Price Maker) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।* **আরো জানতে হবে** • একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে- AC > P > AVC হলে। • একচেটিয়া ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে- P > AC। • একচেটিয়া ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে- P = AC। • একচেটিয়া বাজারে বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে- দামহ্রাস পায়। • একজন বিক্রেতা থাকে- একচেটিয়া বা মনোপলি বাজারে। • যে বাজারে একজন বিক্রেতা ও অসংখ্য ক্রেতা থাকে তাকে বলে- একচেটিয়া বাজার। • বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়- একচেটিয়া বাজারের চাহিদা রেখা। • দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়- একচেটিয়া বাজারকে। • পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রিত থাকে- একচেটিয়া বাজারে। • দীর্ঘকালে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে- একচেটিয়া বাজার। • একচেটিয়া বাজারে- MR < AR হয়।

	• নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না- একচেটিয়া বাজারে। • ইচ্ছামতো দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে- একচেটিয়া বিক্রেতা। • MR রেখার ওপরে AR রেখা অবস্থান করে- একচেটিয়া বাজারে। • সামাজিক কল্যাণ সর্বনিম্ন হয়- একচেটিয়া শিল্পে। • ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য নেই- একচেটিয়া বাজারে। • তিনটি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারে- একচেটিয়া কারবারি। • Monopoly শব্দের অর্থ- একচেটিয়া। • একচেটিয়া বাজারে ফার্মের সংখ্যা- ১টি। • ফার্ম দামসৃষ্টিকারী- মনোপলি বাজারে। • একচেটিয়া বাজারে AR ও MR উভয় রেখাই- নিম্নগামী। • একচেটিয়া বাজারে AR = D হয়। • একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় কম থাকে- গড় আয় থেকে। • ফার্ম ও শিল্প একই- একচেটিয়া বাজারে। • পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রিত থাকে- একচেটিয়া বাজারে। • দাম প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) চেয়ে বেশি হয়- একচেটিয়া বাজারে। • Poly শব্দের অর্থ- বিক্রেতা।
একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার	♦ বহুসংখ্যক বিক্রেতা। ♦ দ্রব্যসমূহ সদৃশ কিন্তু পৃথকীকৃত। ♦ শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা। ♦ বিজ্ঞাপন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ♦ বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ধারণা অপূর্ণাঙ্গ। ♦ E.H. Chamberlin-কে এ বাজারের প্রবক্তা হিসেবে স্বীকার করা হয়। **আরো জানতে হবে** • বহুসংখ্যক ছোট ফার্ম মোট উৎপাদনের সামান্য অংশ যোগান দেয়- একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম। • উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ করা যায়- একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে। • স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হলেও দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে- একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম। • একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের উদ্দেশ্য- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। • একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যবস্থায়, MC = MR ও MR < AR এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।
দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার	♦ একজন মাত্র ক্রেতা। ♦ একজন মাত্র বিক্রেতা। ♦ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় অনেকটা গোপনে সম্পাদিত হয়। **আরো জানতে হবে** ♦ একজন মাত্র ক্রেতা ও একজনমাত্র বিক্রেতা থাকে- দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজারে। ♦ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজারের ইংরেজি নাম- Bilateral Monopoly.

ডুয়োপলি বাজার	♦ দুজন বিক্রেতা। ♦ অসংখ্য ক্রেতা। ♦ বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। ♦ দ্রব্য সমজাতীয় হয়। **আরো জানতে হবে** • Duo অর্থ- দুই। • সার্কেল গঠন করে একচেটিয়ার মতো আচরণ করে- ডুয়োপলি। • দুজন বিক্রেতা থাকে- ডুয়োপলি বাজারে। • ডুয়োপলি বাজারে ফার্মের সংখ্যা- ২টি। • অলিগোপলির সবচেয়ে সহজ রূপ- ডুয়োপলি। • দুই জন বিক্রেতা ও অসংখ্যক ক্রেতার বাজার- ডুয়োপলি। • সিন্ডিকেট গঠন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে- ডুয়োপলি বাজার।
অলিগোপলি বাজার	♦ স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতা। ♦ বিজ্ঞাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ♦ একজন বিক্রেতার সিদ্ধান্ত অন্যজনকে প্রভাবিত করে। ♦ যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দুয়ের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয় তাকে অলিগোপলি বাজার বলে। **আরো জানতে হবে** • ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক দ্রব্য বিদ্যমান- অলিগোপলি বাজারে। • মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার- অলিগোপলি। • স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রায় বিদ্যমান- অলিগোপলি বাজারে। • সিন্ডিকেট গঠন করে দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে- অলিগোপলি বাজারে। • সামান্য পৃথকীকরণ দ্রব্য বিক্রি হয়- অলিগোপলি বাজারে। • স্বল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়- অলিগোপলি বাজারে। • সামান্য পৃথকীকরণ দ্রব্য বিক্রি হয়- অলিগোপলি বাজারে। • অলিগোপলি বাজারের বিপরীত বাজার- অলিগোপসনি বাজার।
মনোপসনি বাজার	♦ একজন মাত্র ক্রেতা। ♦ অসংখ্য বিক্রেতা। ♦ ক্রেতার নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হবে। **আরো জানতে হবে** • মনোপলি বাজারের বিপরীত বাজার- মনোপসনি। • ক্রেতা দাম নিয়ন্ত্রণ করে- মনোপসনি বাজারে। • যে বাজারে একজন ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে তাকে বলে- মনোপসনি বাজারে। • দ্রব্যের পৃকথীকরণ করা যায় না- মনোপসনি বাজারে। • ক্রেতার নির্ধারিত দামে বিক্রেতাকে পণ্য বিক্রয় করতে হয়- মনোপসনি বাজারে। • মনোপসনি বাজারের বিপরীত বাজার- মনোপলি বাজার। • Mono শব্দের অর্থ- এক।

ডুয়োপসনি বাজার	♦ দুজন মাত্র ক্রেতা। ♦ অসংখ্য বিক্রেতা। ♦ ক্রেতাদের যোগসাজশে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। ♦ বাজারে অন্য ক্রেতার প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। **আরো জানতে হবে** • দুজন ক্রেতার বাজারকে বলে- ডুয়োপসনি। • ডুয়োপলি বাজারের বিপরীত বাজার- ডুয়োপসনি বাজার।

এক নজরে এই অধ্যায় সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

- Mono শব্দের অর্থ- এক।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারে- ২ প্রকার।
- সময় অনুসারে বাজার- ৪ প্রকার।
- আয়তন অনুসারে বাজার- ৩ প্রকার।
- ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির মাধ্যমে উদ্ভব হয়- দামের।
- আয়তন ও পরিধির ভিত্তিতে বাজার- ৩ প্রকার।
- স্বল্প সংখ্যক বড় ক্রেতা যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে- অলিগোপসনি।
- ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত- $MR = MC$.
- ভারসাম্যের পর্যাপ্ত শর্ত, MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল।
- ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে- $P = AC$ হলে।
- ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে- $P > AC$ হলে।
- ফার্মের ক্ষতি হয়- $P < AC$ হলে।
- স্বল্প সংখ্যক ক্রেতা যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে- অলিগোপসনি বাজার।
- বাজার সংগঠিত হতে পারে- এক বা একাধিক স্থানে।
- একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হওয়াকে বলে- বাজার।
- সময়ের ভিত্তিতে বাজার- ৪ প্রকার।
- একচেটিয়া ফার্ম হলো- দাম সৃষ্টিকারী।
- সকল বাজারের ভারসাম্যের শর্ত- একই।
- ভারসাম্য বিন্দুতে মোট ব্যয়- $AC \times Q$
- $TR = P \times Q$ (মোট ব্যয়)
- ভারসাম্যের অতিরিক্ত শর্ত- $MC > AC$
- $MR = P$ হয় কারণ- দাম স্থির থাকে।
- উৎপাদনের সকল এককের সাথে সম্পৃক্ত- মোট ব্যয়।
- $TR > TC$ হলে মুনাফা হয়- অস্বাভাবিক।
- $TR = TC$ হলে মুনাফা হয়- স্বাভাবিক।
- $TR < TC$ হলে- লোকসান হয়।
- ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন করে যখন- $AC > P > AVC$.
- ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয় যখন- $AC > AVC > P$
- বাজার ভারসাম্যে - চাহিদা = যোগান হয়।
- চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হলে সৃষ্টি হয়- বাজার উদ্বৃত্ত।
- চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে সৃষ্টি হয়- বাজার ঘাটতি।
- দামব্যবস্থা তৈরি হয়- যোগান ও চাহিদা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা।
- বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে- দামব্যবস্থা।
- একক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না- দামব্যবস্থা।
- ফার্মের মুনাফা = মোট আয় - মোট ব্যয়।
- একই সাথে চাহিদা ও দাম প্রকাশ করে- AR রেখা।
- ফার্মের মুনাফা- TR-TC
- সময় অনুসারে বাজার হলো- ১ অতি স্বল্পকালীন বাজার ২. স্বল্পকালীন বাজার ৩. দীর্ঘকালীন বাজার ও ৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
- ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বলে- অর্থনীতিতে বাজার।
- সমজাতীয় দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝানো হয় যার বিভিন্ন একক- গঠন ও গুণগত দিক থেকে অভিন্ন।
- বাজার হতে হলে পণ্য হতে হবে- এক বা একাধিক।
- দামস্তর স্থির থাকলে- $AR = MR$ হয়।
- দামস্তর স্থির থাকলে P রেখা- ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।
- ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখার ঢাল- MR রেখার ঢালের চেয়ে বেশি।
- ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়- দাম রেখা দ্বারা।
- দাম, আয়, ব্যয় ইত্যাদি নির্দেশিত হয়- লম্ব অক্ষের।
- স্বাভাবিক মুনাফা হবে যদি- $TR - TC = 0$ হয়।

CamScanner

অনুশীলনী

01. অতি স্বল্পকালীন বাজার কোনটি?
A. ধান B. সবজি C. পেঁয়াজ D. আলু

02. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুইজন সে ধরনের বাজারকে কী বলা হয়-
A. ডুয়োপলি B. মনোপসনি C. মনোপলি D. ডুয়োপসনি

03. কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং- এ ধরনের সরকারি প্রভাব নেই কোন বাজারে?
A. একচেটিয়া B. অলিগোপলি
C. মনোপসনি D. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

04. কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দু'জন থাকে?
A. মনোপলি B. ডুয়োপালি C. অলিগোপলি D. মনোপসনি

05. কোন বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
A. মনোপসনি B. ডুয়োপলি C. অলিগোপলি D. মনোপলি

06. যে বাজারে একজন ক্রেতা, একজন বিক্রেতা বিদ্যমান, সেই বাজারকে কী বলে?
A. ডুয়োপলি B. ডুয়োপসনি
C. অলিগোপলি D. দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার

07. গ্রামের একজন শাক-সবজি বিক্রেতা চাইলেল পালং শাকের সরবরাহ বাড়াতে পারেন না। এক্ষেত্রে পালং শাকের বাজার কোন বাজরের উদাহরণ?
A. স্বল্পকালীন B. অতি স্বল্পকালীন
C. দীর্ঘকালীন D. অতি দীর্ঘকালীন

08. দ্রব্যের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে যোগানের সামান্যতম সমন্বয় সাধন সম্ভব নিচের কোন ধরনের বাজার?
A. অতি স্বল্পকালীন B. স্বল্পকালীন
C. দীর্ঘকালীন D. অতি দীর্ঘকালীন

09. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট আয়-
A. ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে B. ক্রমহ্রাসমান হারে কমে
C. ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে D. নির্দিষ্ট হারে বাড়ে

10. সাবান কোন ধরনের বাজারের অন্তর্ভুক্ত?
A. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
B. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার
C. একচেটিয়া বাজার D. মনোপসনি বাজার

11. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফার প্রকৃতি নির্ধারণে কোনটি ভূমিকা রাখে?
A. গড় ব্যয় B. প্রান্তিক ব্যয় C. গড় আয় D. প্রান্তিক আয়

12. একচেটিয়া বাজার-
A. ফার্ম দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
B. স্বল্পকালে কেবল অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়
C. ফার্মের গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় কম থাকে
D. সবগুলো

13. যেটি বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়-
A. নির্দিষ্ট স্থান B. নির্ধারিত মূল্য
C. নির্দিষ্ট দ্রব্য D. পূর্বনির্ধারিত চুক্তি

14. একজন ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার বাজারকে কী বলে?
A. মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন B. মনোপসনি
C. অলিগোপলী D. মনোপলি

15. প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে বাজার প্রধানত কত প্রকার?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

16. পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজারে কোনটি সত্য?
A. P=AR>MC B. P=AR=MR
C. AR=<MC D. P=AR>MR

17. কোন বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
A. মনোপলি B. ডুয়োপলি C. অলিগোপালী D. মনোপসনি

18. মনোপলি বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
A. AR=P>MR B. P>AR=MR
C. AR=P=MR D. MR=MC

19. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই?
A. একচেটিয়া B. পূর্ণ প্রতিযোগীতা
C. অলিগোপালি D. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা

20. কোন বাজারে কোনো পরিবর্তক দ্রব্য থাকেনা?
A. একচেটিয়া B. ডুয়োলপলি
C. একচেটিয়া প্রতিযোগীতা D. পূর্ণ প্রতিযোগীতা

21. 'বিক্রেতা নয় ক্রেতা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে' এরূপ বাজারকে কী
A. ডয়োপলি বাজার B. মনোপলি বাজার
C. মনোপসনি বাজার D. অলিগোপলী বাজার

22. কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দু'জন থাকে?
A. মনোপলি B. ডুয়োপলি C. অলিগোপলি D. মনোপসনি

23. কোন বাজারকে দামগ্রহীতা বলা হয়?
A. ডুয়োপলি বাজার
B. একচেটিয়া প্রতিযোগীতামূলক বাজার
C. একচেটিয়া বাজার
D. পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজার

24. মনোপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কত?
A. একজন B. দুইজন C. স্বল্পসংখ্যক D. অসংখ্য

25. 'মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার' নিচের কোনটিকে বলা হয়?
A. ডুয়োপলি B. অলিগোপলি C. মনোপসিন D. ডুয়োপসনি

26. কোন বাজারে শিল্প একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়?
A. পূর্ণ প্রতিযোগিতা B. মনোপলি
C. অলিগোপলি D. মনোপসিনি

উত্তরমালা									
01	B	02	D	03	D	04	B	05	D
06	D	07	B	08	B	09	D	10	A
11	A	12	D						

উত্তরমালা									
13	D	14	B	15	A	16	B	17	A
18	A	19	A	20	A	21	C	22	B
23	D	24	A	25	B	26	B		

27. যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন সে বাজারকে বলা হয়-
A. মনোপসনি B. মনোপলি
C. ডুয়োপলি D. ডুয়োপসনি

28. নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য?
A. সমজাতীয় দ্রব্য B. উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা
C. নির্দিষ্ট দাম D. নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই

29. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের TR রেখার আকৃতি কেমন হবে?
A. বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী B. বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

30. বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার বাজারকে কী বলে?
A. একচেটিয়া বাজার B. ডুয়োপলি বাজার
C. মনোপসনি বাজার D. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

31. কোন বাজারটি মনোপসনি বাজারের বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করে?
A. অলিগোপলি B. ডুয়োপলি
C. অলিগোপসনি D. মনোপলি

32. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
A. AR = MR হয় B. AR ≤ MR হয়
C. AR < MR হয় D. AR > MR হয়

33. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোনটি?
A. গড় আয় (AR) B. গড় ব্যয় (AC)
C. প্রান্তিক ব্যয় (MC) D. মোট আয় (TR)

34. দুধের বাজার কোন ধরনের?
A. অতি স্বল্পকালীন B. স্বল্পকালীন
C. দীর্ঘকালীন D. অতি দীর্ঘকালীন

35. একজন ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকে কোন বাজারে?
A. পূর্ণ প্রতিযোগিতা B. মনোপলি
C. অলিগোপলি D. মনোপসনি

36. অতি স্বল্পকালীন বাজারের বৈশিষ্ট্য-
A. দাম যে হারে বাড়ে যোগান তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে
B. জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা এ বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়
C. যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়
D. নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন সম্ভব হয়

37. একচেটিয়া বাজারে-
A. উৎপাদন অধিক হয় কিন্তু সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জিত হয় না
B. দীর্ঘকালে শুধু স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয় কিন্তু যোগান রেখা নেই
C. ফার্ম অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ কিন্তু দাম অধিক হয়
D. সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয় না কিন্তু দাম অধিক হয়

উত্তরমালা									
27	A	28	D	29	A	30	D	31	D
32	D	33	A	34	A	35	D	36	C
37	D								

38. কোন বাজারে শিল্প একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়?
A. পূর্ণ প্রতিযোগিতা B. মনোপলি
C. অলিগোপলি D. মনোপসনি

39. দামের ওপর বিক্রেতার প্রভাব কোন বাজারে?
A. মনোপসনি B. ডুয়োপসনি
C. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার D. একচেটিয়া বাজার

40. 'ফুলকপি' কোন বাজারের উদাহরণ?
A. অতি স্বল্পকালীন বাজার B. স্বল্পকালীন বাজার
C. দীর্ঘকালীন বাজার D. আন্তর্জাতিক বাজার

41. ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যে প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?
A. MR < AR B. MR > AR
C. MR = MC
D. MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল

42. 'Competition among few' মার্কেট বলা হয় কোনটিকে?
A. ডুয়োপলি B. অলিগোপলি C. মনোপসনি D. ডুয়োপসনি

43. কোন বাজারের ক্ষেত্রে সাধারণত P = MC হয়?
A. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার B. একচেটিয়া বাজার
C. দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
D. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার

44. নিচের কোনটি বাজার ভারসাম্য নির্দেশ করে?
A. চাহিদা ও যোগান B. চাহিদা ≠ যোগান
C. চাহিদা < যোগান D. চাহিদা = যোগান

45. বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে-
A. উৎপাদনকারী B. ক্রেতা
C. সরকার D. দামব্যবস্থা

46. কোন বাজারের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল?
A. একচেটিয়া B. অলিগোপলি
C. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা D. পূর্ণ প্রতিযোগিতা

47. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম (P) রেখা কীরূপ হবে?
A. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
B. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
C. বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী
D. বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী

48. একচেটিয়া বাজারে AR রেখার অবস্থান হবে MR রেখার-
A. নিচে B. বরাবর
C. উপরে D. সমান্তরাল

49. বিক্রেতার অবাধ প্রবেশ প্রস্থানের সুযোগ থাকে না কোন ধরনের বাজারে?
A. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক B. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক
C. একচেটিয়া D. অলিগোপলি

উত্তরমালা									
38	B	39	D	40	A	41	C	42	B
43	A	44	D	45	D	46	D	47	B
48	C	49	C						

উৎপাদন বা আয় অর্জনের কাজে নিয়োজিত শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ সব ধরনের পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। যে প্রক্রিয়ায় শ্রম ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শ্রমবাজার বলে। শ্রমবাজারের প্রধান হাতিয়ার শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান। শ্রমের চাহিদা আসে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে এবং শ্রমের যোগান আসে শ্রমিক তথা পরিবার থেকে। উৎপাদন ক্ষমতা যতবেশি হবে শ্রমের চাহিদাও ততবেশি হবে। অন্যদিকে, শ্রমের যোগান নির্ভর করে শ্রমিকের মজুরির ওপর। মজুরি অধিক হলে শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পাবে।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

শ্রমের বৈশিষ্ট্য
- জীবন্ত উপকরণ (শ্রমিকের জীবন আছে)
- শ্রম ক্ষণস্থায়ী (সঞ্চয় করা যায় না)
- শ্রমিক ও শ্রম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য
- শ্রম গতিশীল
- সক্রিয় উপকরণ
- সময়সাপেক্ষ
- শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা
- শ্রমিক শ্রম বিক্রি করে নিজেকে নয়
- মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক বিপরীত

শ্রমের দক্ষতা নির্ধারক বিষয়সমূহ

- কাজ করার ক্ষমতা
- কাজ করার ইচ্ছা
- সংগঠনের নৈপুণ্য
- কারখানার পরিবেশ
- সামাজিক নিরাপত্তা
- যন্ত্রপাতির ধরন ও উৎপাদন প্রণালি

***শ্রমের দক্ষতা বলতে বোঝায় শ্রমিকের কাজের অবস্থা, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের গুণগত মান।*

মজুরি

কোনো শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যা উপার্জন করে তাকে মজুরি বলে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি

- **আর্থিক মজুরি:** কোনো শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে আর্থিক মজুরি বলে। অর্থ হলো আর্থিক মজুরির মাপকাঠি।
- **প্রকৃত মজুরি:** একজন শ্রমিক তার নিয়োগকর্তার নিকট থেকে শ্রমের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে আর্থিক মজুরির অতিরিক্ত যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে তাদের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

**প্রকৃত মজুরি= আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা + অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রকৃত মজুরি যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল

- আর্থিক মজুরি
- অর্থের ক্রয়ক্ষমতা
- কাজের প্রকৃতি
- কাজের সময়
- পেশা শিক্ষার ব্যয়
- পেশাগত ব্যয়
- অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা
- সামাজিক মর্যাদা
- সামাজিক নিরাপত্তা
- পরোক্ষ কর

CamScanner

অনুশীলনী

01. শ্রমিকের সেবার বিনিময়ে যে দাম দেয়া হয়, তাকে বলা হয়-
A. বেতন B. আয় C. মজুরি D. ভাতা

02. শ্রমকে জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন?
A. শ্রমকে সংরক্ষণ করা যায় বলে
B. কেবলমাত্র কর্মরত অবস্থায় শ্রমের অস্তিত্ব থাকে
C. শ্রম মানবসৃষ্ট উপাদান D. শ্রম অবিনশ্বর বলে

03. শ্রমিকের কর্মস্থলের সুনাম, কর্মপরিবেশ, নিয়োগকর্তার ভালো আচরণ নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
A. আর্থিক মজুরি B. প্রকৃত মজুরি
C. আর্থিক আয় D. প্রকৃত আয়

04. কোনটি শ্রমের চাহিদার নির্ধারক নয়?
A. প্রকৃতি মজুরি B. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
C. দামস্তর D. মুনাফা

05. কোনটি শ্রমের দক্ষতার নির্ধারক নয়?
A. কাজ করার ইচ্ছা B. কাজ করার ক্ষমতা
C. সংগঠনের নৈপুণ্য D. মালিকের আর্থিক অবস্থা

06. শ্রমের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. নিশ্চল উপাদান B. শ্রম স্থায়ী
C. দরকষাকষির ক্ষমতা বেশি D. জীবন্ত উপাদান বা উপকরণ

07. মূল্যস্তর হ্রাস বৃদ্ধির কারণে কোনটি অপরিবর্তিত করে?
A. আর্থিক মজুরি B. কর্মভিত্তিক মজুরি
C. প্রকৃত মজুরি D. সময়ভিত্তিক মজুরি

08. শ্রমের বৈশিষ্ট্য হলো-
A. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ B. সঞ্চয় করা যায় না
C. যোগান বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ D. উপরের সবগুলো

09. কোনটি প্রকৃতি মজুরির উপাদান-
A.আর্থিক মজুরি B. দামস্তর
C. সামাজিক মর্যাদা D. সবগুলো

10. উৎপাদনের ক্ষণস্থায়ী উপাদান-
A. শ্রম B. মূলধন C. সংগঠন D. শ্রমিক

11. প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে যদি-
A. দামস্তর হ্রাস পায়
B. আর্থিক মজুরি ও দামস্তর সমহারে বাড়ে
C. আর্থিক মজুরির চেয়ে দামস্তর কম হারে বাড়ে
D. A + C

12. কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

13. নিচের কোনটি মজুত করা যায় না?
A. মজুরি B. মুদ্রা C. শ্রম D. মূলধন

14. শ্রমের মজুরি কি দ্বারা নির্ধারিত করা হয়?
A. প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা B. প্রান্তিক উপযোগ
C. প্রান্তিক আয় D. প্রান্তিক ব্যয়

15. কখন শ্রমের যোগদান রেখা পশ্চাৎগামী হয়?
A. মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পেলে
B. মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগান কমলে
C. মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের চাহিদা স্থির থাকলে
D. মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগান বাড়লে

16. আর্থিক মজুরি স্থির থেকে দামস্তর বাড়লে প্রকৃত মজুরির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে?
A. হ্রাস পায় B. পরিমাপ করা যায় না
C. অপরিবর্তিত থাকে D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়

17. মূল্যস্তর হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে কোনটির পরিবর্তন হয়?
A. সময়ভিত্তিক মজুরি B. কর্মভিত্তিক মজুরি
C. প্রকৃত মজুরি D. আর্থিক মজুরি

18. শ্রমকে জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন?
A. শ্রমকে সংরক্ষন করা যায় বলে
B. কেবলমাত্র কর্মরত অবস্থায় শ্রমের অস্থিত্ব থাকে
C. শ্রম মানব সৃষ্টি উপাদান D. শ্রম অবিনশ্বর বলে

19. শ্রমের মালিক কে?
A. ভূস্বামী B. শ্রমিক C. সংগঠন D. শিল্পপতি

20. কোনটি শ্রমের নির্ধারক নয়?
A. প্রকৃতি মজুরি B. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
C. দামস্তর D. মুনাফা

21. শ্রমিকের কর্মস্থলের সুনাম, কর্ম পরিবেশ, নিয়োগকর্তার ভালো আচরণ নিচের কোনটির অন্তর্ভূক্ত?
A.আর্থিক মজুরি B. প্রকৃত মজুরি
C. আর্থিক আয় D. প্রকৃত আয়

22. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে কী বলে?
A. প্রকৃত মজুরি B. আর্থিক মজুরি
C. চুক্তিভিত্তিক মজুরি D. বিনিময় মজুরি

23. কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মজুরি দিয়ে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে পারে তার পরিমাণ কে বলে–
A. প্রকৃত মজুরি B. অপ্রকৃত মজুরি
C. বিনিময় মজুরি D. নির্ধারিত মজুরি

24. প্রকৃত মজুরি কিসের ওপর ভিত্তি করে?
A. অর্থের ক্রয় ক্ষমতা B. কাজের প্রকৃতি
C. কাজের স্থায়িত্ব D. সবগুলোই

25. $\frac{W}{P}$ কী নির্দেশ করে?
A. আর্থিক মুজরি B. শ্রমের যোগদান
C. শ্রমের চাহিদা D. প্রকৃত মুজরি

উত্তরমালা									
01	C	02	C	03	B	04	D	05	D
06	D	07	C	08	D	09	D	10	A
11	D	12	B	13	C	14	A		

উত্তরমালা									
15	B	16	B	17	C	18	C	19	B
20	B	21	B	22	B	23	A	24	D
25	D								

ষষ্ঠ অধ্যায়: মূলধন

মূলধন উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন ব্যবহৃত হয়, তাকে বোঝায়। যেমন- কৃষকদের বীজ ধান, যা পরবর্তী বছর অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। বম-বয়ার্ক এর মতে- "মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।"

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

- উৎপাদনশীল
- অতীত শ্রমের ফল
- সঞ্চয়ের ফল
- উৎপাদন খরচ
- চিরস্থায়ী নয়
- ভবিষ্যৎ আয়ের পথ সৃষ্টি করে
- সমজাতীয় নয়
- তুলনামূলকভাবে গতিশীল

মূলধনের বিভিন্ন প্রকার

স্থায়ী মূলধন	যে মূলধন উৎপাদন কার্যে একবার ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায় না বরং তা বহুদিন ধরে বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- দালান-কোঠা, বাড়ি, সড়কপথ, যন্ত্রপাতি, পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু সেতু ইত্যাদি।
চলতি বা কার্যকরী মূলধন	যে মূলধন উৎপাদন কার্যে শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের পর নষ্ট হয়ে যায় বা রূপগত কিংবা আকারগত পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন- কয়লা, কাঁচামাল ইত্যাদি।
আবদ্ধ বা নিমজ্জমান মূলধন	যে মূলধন কেবল একটা বিশেষ ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। যেমন- রেলপথ, রেল ইঞ্জিন, সেলাই মেশিন, লাঙ্গল, উইভিং মেশিন ইত্যাদি।
ভাসমান মূলধন	যে মূলধন যেকোনো জায়গায় ব্যবহার করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলে। যেমন- বিদ্যুৎ, যানবাহন, কয়লা, গ্যাস, কাঁচামাল ইত্যাদি।
ভোগ্য মূলধন	যেসব মূলধন উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকদের ভরণ-পোষণ ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি।
উৎপাদক মূলধন	যেসব মূলধন উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধন যখন এক স্থান হতে অন্য স্থানে, এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে, এক দেশ হতে অন্য দেশে 'স্থানান্তরিত' হওয়াকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। সুদের হার বাড়লে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায়। আবার সুদের হার কমলে মূলধনের যোগান হ্রাস পায়।

মূলধনের গতিশীলতার কারণে...

আঞ্চলিক বৈষম্য কমে, মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়।

মূলধনের গতিশীলতার নির্ণায়কসমূহ

মূলধন যোগান বা প্রাচুর্য, উন্নত অবকাঠামো, শক্তি ও জ্বালানি সম্পদ, বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মানব সম্পদ, আঞ্চলিক সম্পর্ক ও বিশ্বয়ান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি।

মূলধন গঠন যে যে বিষয়ের নির্ভর করে

- সঞ্চয়ের সামর্থ্য
- সঞ্চয়ের ইচ্ছা
- বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

- স্বল্প আয়
- সঞ্চয় প্রবণতা কম
- সঞ্চয় সংগ্রহে জটিলতা
- কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব
- দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
- উচ্চ সুদের হার
- বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশ
- উচ্চ কর হার
- প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ

অনুশীলনী

01. মূলধন কী?
A. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান
B. ভোগের ব্যবহৃত উপাদান
C. সঞ্চয় গঠনের উপাদান D. প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদান

02. মূলধনের স্থানান্তরকে কী বলে?
A. স্থায়ী মূলধন B. চলতি মূলধন
C. মূলধনের গতিশীলতা D. মূলধনের যোগান

03. ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করাকে কী বলে?
A. মূলধনের গতিশীলতা B. মূলধনের যোগান
C. চলতি মূলধন D. স্থায়ী মূলধন

04. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

05. নিচের কোনটি মূলধন
A. টাকা B. স্বর্ণ
C. লাঙ্গল D. ব্যাংক আমানত

06. নিমজ্জমান মূলধন কোনটি?
A. বস্ত্র/বাড়ি B. কয়লা/বিদ্যুৎ
C. কাঁচামাল
D. সেলাই মেশিন/রেলপথ/রেলইঞ্জিন

07. কোনটি স্থায়ী মূলধন?
A. ভূমি B. নগদ টাকা
C. কলকারখানা D. মজুদ দ্রব্য

08. মূলধনের বৈশিস্ট্য কোনটি?
A. মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত ও উৎপাদনশীল
B. মূলধন মানবসৃষ্ট ও পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়
C. মূলধন জীবন্ত সত্তা ও পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়
D. মূলধন উৎপাদনক্ষেত্রের সকল উপকরণের সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে

09. চাল তৈরিতে কয়লার ব্যবহারকে কী বলে?
A. মূলধনের গতিশীলতা B. মূলধন গঠন
C. মূলধনের চাহিদা D. মূলধনের যোগান

10. মূলধনের স্থানান্তর হলো-
A. মূলধনের যোগান B. মূলধনের বৃদ্ধি
C. মূলধনের হ্রাস D. মূলধনের গতিশীলতা

11. পরিবর্তনশীল মূলধনের নির্ধারকসমূহ হলো-
A. ব্যবসায়ের আকার B. উৎপাদনের সময়
C. প্রবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ মাত্রা D. উপরের সবগুলো

12. মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যদি-
A. অবকাঠামো উন্নত হয় B. সুদের হার বৃদ্ধি
C. বিনিয়োগ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় D. A + C

উত্তরমালা									
01	A	02	C	03	B	04	C	05	C
06	D	07	C	08	B	09	A	10	D
11	D	12	D						

13. মূলধনের গতিশীলতার কারণ হলো-
A. বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ
B. সুদের হারের পরিবর্তন
C. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা
D. উপরের সবগুলো

14. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য?
A. সক্রিয় B. গতিহীন
C. উৎপাদনশীল D. চিরস্থায়ী

15. বুনন যন্ত্র (Weaving machine) কোন ধরণের মেশিন?
A. ঘূর্ণায়মান মূলধন B. নিমজ্জিত মূলধন
C. ভাসমান মূলধন D. স্থায়ী মূলধন

16. নিচের কোনটি মূলধন?
A. টাকা B. স্বর্ণ
C. লাঙল D. ব্যাংক আমানত

17. নিমজ্জিত মূলধন কোনটি?
A. বস্ত্র B. কয়লা
C. কাঁচামাল D. সেলাই মেশিন

18. সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ?
A. কমবে B. বাড়বে
C. স্থির থাকবে D. শূন্য হবে

19. যে মূলধন বহুদিন উৎপাদন কাজে ব্যবহার কার যায় তাকে কী বলে?
A. স্থায়ী মূলধন B. অস্থায়ী মূলধন
C. নিমজ্জিত মূলধন D. চলতি মূলধন

20. মূলধন গঠনের প্রধান উপায় কোনটি?
A. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা B. ঋণগ্রহণ
C. সঞ্চয়ের সামর্থ্য D. সঞ্চয়ের ইচ্ছা

21. উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
A. জনসংখ্যা B. বিনিয়োগ
C. মূলধন D. উৎপাদন

22. কোনটি মূলধনের যোগানের নির্ধারক?
A. সঞ্চয় B. ভোগ
C. বিনিয়োগ D. জাতীয় আয়

23. মূলধন ব্যবহার করার জন্য মূলধন ব্যবহারকারী মূলধন দাতাকে কি প্রদান করে?
A. খাজনা B. মজুরি
C. সুদ D. মুনাফা

উত্তরমালা									
13	D	14	C	15	B	16	C	17	D
18	A	19	A	20	C	21	C	22	A
23	C								

[illegible] উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে (যেমন- ভূমি, শ্রম ও মূলধন) সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে সংগঠিত করে।

সংগঠকের বৈশিষ্ট্য:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] ঝুঁকি বহন করে

সংগঠক বা উদ্যোক্তা

উৎপাদনের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয়সাধনের কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে।

- সংগঠক/উদ্যোক্তাকে 'Captain of the Industry' বা 'কারবারের কর্তা' বা 'শিল্পাধিনায়ক' বলে অভিহিত করেন- অধ্যাপক মার্শাল।

সংগঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তার কার্যাবলি

- লক্ষ্য নির্ধারণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকরণ সংগ্রহ ও সমন্বয়সাধন
- ঝুঁকি বহন
- ব্যবস্থাপনা [illegible]
- মূলধন সংগ্রহ
- শ্রমবিভাগের প্রবর্তন
- আয় বণ্টন
- যোগাযোগ স্থাপন
- মুনাফা অর্জন
- প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি
- নতুনত্ব প্রবর্তন

সংগঠনের প্রকারভেদ

একমালিকানা কারবার

এক ব্যক্তির মালিকানাধীনে পরিচালিত কারবারকে একমালিকানা কারবার বলা হয়। ব্যবসায়িক সংগঠনের 'আদি' এবং 'সহজ' রূপ হলো একমালিকানাধীন কারবার।

একমালিকানা কারবারের সুবিধা:

- গঠন সহজ
- দক্ষ পরিচালনা
- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- স্বল্প মূলধন
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
- মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক
- অপচয় হ্রাস
- গোপনীয়তা
- অধিক যত্ন

একমালিকানা কারবারের অসুবিধা:

- মূলধনের স্বল্পতা
- ঝুঁকির আধিক্য
- ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন
- সীমাহীন দায়িত্ব

অংশীদারি কারবার

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে [illegible] চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি কারবারের সদস্য হতে পারেন।

যৌথ মূলধনী কারবার

বহুসংখ্যক ব্যক্তির যৌথমালিকানায় গঠিত কারবার প্রতিষ্ঠান বুঝায়। সংক্ষেপে একে 'কোম্পানি' বলা হয়।

যৌথ কারবারের মূলত মূলধন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত থাকে। এর প্রত্যেকটি একককে 'শেয়ার' বলে। [illegible] এ শেয়ার ক্রয় করে তাদেরকে 'শেয়ারহোল্ডার' বলা হয়।

২ প্রকারের যৌথ মূলধনী কারবার:

(i) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: কোম্পানির সদস্য সংখ্যা [illegible] জনের কম এবং ৫০ জনের বেশি হতে পারে না।

(ii) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: কোম্পানির সদস্য সংখ্যা [illegible] জন থেকে অসংখ্য।

অনুশীলনী

01. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে?
A. ভূমি B. শ্রম
C. সংগঠন D. মূলধন

02. সংগঠক/উদ্যোক্তাকে কে 'Captain of the Industry''কারবারের কর্তা' বা 'শিল্পধিনায়ক' বলেছেন?
A. অ্যাডাম স্মিথ B. এল. রবিন্স
C. জে. এস. মিল D. মার্শাল

03. সংগঠনের মূল লক্ষ্য কী?
A. মুনাফা অর্জন করা B. মূলধন গঠন করা
C. নীতিমালা তৈরি করা D. চাহিদা বাড়ানো

04. আধুনিক শিল্পের অধিনায়ক কে?
A. উদ্যোক্তা/সংগঠক B. ভূমি
C. শ্রমিক D. মূলধন

05. সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য-
A. সাম্যের নীতি B. গণতান্ত্রিক পরিচালনা
C. দায়িত্বশীলতা D. অর্থনৈতিক উন্নতি

06. যৌথ মূলধনী কারবার কয় ধরনের হতে পারে?
A. দুই B. তিন C. চার D. পাঁচ

07. অংশীদারি ব্যবসা সৃষ্টি হয় কিসের মাধ্যমে?
A. অর্থের মাধ্যমে B. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে
C. চুক্তির মাধ্যমে D. বন্ধুত্বের মাধ্যমে

08. যৌথ মূলধনী কারবার প্রথম কোথায় চালু হয়?
A. ব্রিটেনে B. আমেরিকায়
C. ফ্রান্সে D. জার্মানে

09. অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?
A. ২ থেকে অসংখ্য B. ২ থেকে ৫০
C. ২ থেকে ৩০ D. ২ থেকে ২০

10. মূলধন সরবরাহ না করেও কোনো ব্যক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়?
A. দক্ষতার B. অভিজ্ঞতার
C. সুনামের D. অংশীদারদের সম্মতির

11. অংশীদারি কারবারে কীভাবে মূলধন সংগ্রহ করা হয়?
A. যৌথভাবে পুঁজি সরবরাহ করে
B. ব্যাংক থেকে ঋণপত্র বিক্রয় করে
C. শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে
D. সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করে

12. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কত জন?
A. ২-৫০ B. ২-৬০ C. ২-৭০ D. ২-৮০

13. কে বলেছেন উদ্যোক্তা কারবারের কর্তা?
A. অধ্যাপক মার্শাল B. অধ্যাপক হানি
C. অধ্যাপক মিলওয়ার্ড D. অধ্যাপক পিগু

14. কোন কারবারের সংক্ষিপ্ত নাম 'কোম্পানি'?
A. অংশীদারি কারবার B. যৌথ মূলধনী কারবার
C. একক মালিকানা কারবার D. বহু মালিকানা কারবার

15. সাধারণ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে কোন প্রতিষ্ঠান?
A. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
B. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
C. অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
D. সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

16. যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক কে?
A. শেয়ার বিক্রেতারা B. শিল্পপতিরা
C. শেয়ার ক্রেতারা D. মহাজন

17. নিচের কোনটি ব্যবসায়ের ভিত্তি?
A. উৎপাদনকারী B. সংগঠন C. নিয়োগকারী D. শ্রমিক

18. ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কে?
A. সংগঠন B. শ্রমিক
C. মালিক D. বিনিয়োগকারী

19. উৎপাদনের সর্বশেষ উপাদান কোনটি?
A. ভূমি B. শ্রম C. মূলধন D. সংগঠন

20. উদ্যোক্তার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য কী?
A. সর্বোচ্চ উৎপাদন B. সর্বোচ্চ মুনাফা
C. সর্বনিম্ন ব্যয় D. সর্বোচ্চ বিক্রয়

21. উদ্যোক্তার প্রধান কাজ কী?
A. নতুন দ্রব্যবাজারে প্রচলন করা
B. উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
C. বাজার অনুসন্ধান করা D. ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে

22. কোন কারবারে Customer is always right নীতিতে দ্রব্য উৎপাদন করা হয়?
A. সমবায় B. রাষ্ট্রীয়
C. অংশীদারি D. একমালিকানায়

23. কোন কারবারে হিসাব 'Single Entry' পদ্ধতিতে রাখা হয়?
A. একমালিকানা B. অংশীদারি
C. সমবায় D. যৌথমূলধনী

24. কোন কারবারে ভুল সিদ্ধান্ত হলে কারবারি দেউলিয়া হয়ে যায়?
A. একমালিকানা B. সমবায় C. সরকারি D. যৌথমূলধনী

উত্তরমালা									
01	C	02	D	03	A	04	A	05	A
06	A	07	C	08	A	09	D	10	D
11	A	12	A						

উত্তরমালা									
13	A	14	B	15	B	16	C	17	B
18	A	19	D	20	B	21	D	22	D
23	A	24	A						

অষ্টম অধ্যায়: খাজনা

অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবদ্ধ যোজন বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে। **খাজনার ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত আয়।** খাজনা ধারণাটি মূলত ক্লাসিক্যাল। রিকার্ডো এ ধারণার প্রবর্তক।

ডেভিড রিকার্ডো

খাজনা উদ্ভবের কারণ

ফরাসি ভূমিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে	প্রকৃতির বদান্যতার কারণে।
ডেভিড রিকার্ডোর মতে	ভূমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে।

✦ **'আয়' ধারণার প্রেক্ষিতে খাজনা ৩ প্রকার। যথা-**

০১. মোট খাজনা ০২. নিট খাজনা ০৩. নিম খাজনা

মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য

মোট খাজনা	নিট খাজনা
▪ মোট খাজনা হলো খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ।	▪ নিট খাজনা হলো মোট খাজনার অংশমাত্র।
▪ মোট খাজনার মধ্যে নিট খাজনা ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- সুদ, মজুরি, কর, মুনাফা।	▪ নিট বা অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র জ্ব ব্যবহারের দামই থাকে।

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

মানুষের তৈরি স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নি খাজনা বলা হয়। নিম খাজনার ধারণাটি নিও-ক্লাসিক্যাল মার্শাল এ ধারণার প্রবর্তক।

খাজনা ও দামের মধ্যে পার্থক্য

খাজনা	দাম
▪ খাজনার মূল উপাদান হলো ভূমি এবং স্থিতিস্থাপক উপকরণ।	▪ দামের জন্য মূল উপাদান হলো দ্রব্য এবং সেবা।
▪ খাজনা নির্ধারিত হয় খরচের উদ্বৃত্ত দ্বারা। একে উদ্বৃত্ত আয়ও বলা হয়।	▪ দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ক্রি প্রতিক্রিয়া দ্বারা।

অনুশীলনী

01. খাজনা উদ্ভবের মূলভিত্তি কী?
A. সীমাবদ্ধ যোগান B. অবস্থানগত পার্থক্য
C. সুযোগ ব্যয় D. উর্বরতা

02. নিম খাজনার প্রবর্তক কে?
A. ডেভিড রিকার্ডো B. মার্শাল
C. কেইনস্ D. অ্যাডাম স্মিথ

03. স্বল্পকালে উদ্ভব হয়-
A. নিম খাজনা B. নিট খাজনা
C. মোট খাজনা D. অর্থনৈতিক খাজনা

04. মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় হয় তা হলো-
A. মোট খাজনা B. নিম খাজনা
C. নিট খাজনা D. অনুপার্জিত আয়

05. নিম খাজনা দেয়া হয় কেন?
A. জমির উর্বরতা শক্তির জন্য
B. জমির অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য
C. মানবসৃষ্ট উপকরণের সীমাবদ্ধ যোগানের জন্য
D. পতিত জমি ব্যবহারের জন্য

06. প্রান্তিক জমির খাজনা কীরূপ হয়?
A. অসীম B. শূন্য C. ধনাত্মক D. ঋণাত্মক

07. David Ricardo এর মতে-
A. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত B. খাজনাই দাম নির্ধারণকারী
C. দামই খাজনার নির্ধারণকারী D. দাম খাজনার অংশ

08. অর্থনৈতিক খাজনা বলতে বোঝায়-
A. কেবল জমি ব্যবহারের দাম
B. জমির মালিকের নিজস্ব জমির মূল্য
C. জমির মালিকের নিজস্ব শ্রমের মূল্য
D. কোনোটিই নয়

09. 'খাজনা একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারণা– উক্তিটি কার?
A. ডেভিড রিকার্ডো B. পল স্যামুলেসন
C. ডি. স্যালভেটর D. জি. স্টিগলার

10. ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে কী প্রদান করা হয়?
A. খাজনা B. মজুরি C. সুদ D. মুনাফা

11. নিম খাজনা ধারণাটি কে প্রবর্তন করেন?
A. হেনরি জর্জখ B. অধ্যাপক মার্শাল
C. ডেভিড রিকার্ডো D. অ্যাডাম স্মিথ

12. চুক্তিবদ্ধ খাজনার অপর নাম কি?
A. নিম খাজনা B. নিট খাজনা
C. মোট খাজনা D. অর্থনৈতিক খাজনা

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	A	04	B	05	C
06	B	07	C	08	A	09	C	10	A
11	B	12	C						

13. নিম খাজনা পরিমাপের সূত্র কোনটি?
A. TR-TC B. TR-TVC
C. TR-AC D. TR-AVC

14. ভূমির মালিককে ভূমি ব্যবহারের দাম পরিশোধ করাকে কী বলে?
A. উদ্বৃত্ত আয় B. অনুপার্জিত আয়
C. খাজনা D. নিম খাজনা

15. আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে-
A. খাজনা = মোট আয় – মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়
B. খাজনা = প্রকৃত আয় – গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়
C. খাজনা = প্রাপ্ত আয় – যোগান দাম
D. খাজনা = AFC + অতিরিক্ত আয়

16. অতিরিক্ত শ্রম ও বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে?
A. মোট আয় B. মোট খাজনা
C. অনুপার্জিত আয় D. নিম খাজনা

17. খাজনা ও দামের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়টি মতবাদ আছে?
A. ১টি B. ২টি C. ৩টি D. ৪টি

18. জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকার জমির যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে?
A. ডানদিকে উর্ধ্বগামী B. ডানদিকে নিম্নগামী
C. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল D. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

19. জমির কোন ধরনের যোগানের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়?
A. স্থিতিস্থাপক B. অস্থিতিস্থাপক
C. সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক D. সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক

20. শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কী বলে?
A. মোট খাজনা B. নিম খাজনা
C. অনুপার্জিত আয় D. অর্থনৈতিক খাজনা

21. 'খাজনা দামের অন্তর্ভূক্ত নয়'- কে বলেছেন?
A. আলফ্রেড মার্শাল B. জোয়ান রবিনসন
C. জন মেনার্ড কেইন্স D. ডেভিড রিকার্ডো

22. খাজনা কী ধরনের আয়?
A. প্রকৃত আয় B. বাস্তবভিত্তিক আয়
C. মুক্ত আয় D. উদ্বৃত্ত আয়

23. ভূমির ব্যবহারের দামকে খাজনা বলার অন্তর্নিহিত কারণ কোনটি?
A. যোগান বেশি B. যোগান সীমাবদ্ধ
C. যোগান অসীম D. চাহিদা সীমাবদ্ধ

24. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনটি একমাত্র উপাদান যার যোগান সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ও অস্থিতিস্থাপক?
A. শ্রম B. মূলধন C. ভূমি D. সংগঠন

25. অধ্যাপক মার্শাল খাজনাকে কীসের সাথে সম্পর্কিত দেখান?
A. শ্রম B. সংগঠন C. ভূমি D. মূলধন

উত্তরমালা									
13	B	14	C	15	C	16	C	17	B
18	D	19	B	20	D	21	D	22	D
23	B	24	C	25	C				

নবম অধ্যায়: সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

- সামগ্রিক আয়- Aggregate Income (AI)
- জাতীয় আয়- National Income (NI)

আরো জানতে হবে

- তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র- $Y = C + I + G$.
- চার খাত বিশিষ্ট মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয়- $Y = C + I + G + (X - M)$.
- দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয়- $Y = C + I$
- ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়- সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাস্থলে।
- মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায়- জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয় (NI) = GNP – CCA
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিই- সামগ্রিক আয়।
- বিনিয়োগ যে হারে বৃদ্ধি পায়- জাতীয় আয় তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে।
- বিনিয়োগের সাথে জাতীয় আয়ের সম্পর্ক- ধনাত্মক।
- ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় এবং আয়ের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়- জাতীয় আয়।
- কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশক বিন্দুতে জাতীয় আয়- সর্বোচ্চ হয়।
- উৎপাদনে যেসব উপকরণ অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ করাই- বণ্টন।
- জাতীয় আয় (Y) থেকে ভোগ বাদ দিলে পাওয়া যায়- সঞ্চয়।

মোট জাতীয় আয় (GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কোনো অর্থনীতিতে উৎপাদিত হয়, তার সামগ্রিক অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) বলে।

- দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের চলতি বাজার মূল্যের সমষ্টিই- মোট জাতীয় আয়।
- GNI থেকে CCA বাদ দিলে পাওয়া যায়- NI.
- GNI = GDP + (X – M)।
- দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়- GNI তে।
- GNI এর পূর্ণরূপ হলো- Gross National Income
- কোনো অর্থবছরে দেশের নাগরিক কর্তৃক দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় হলো- GNI।
- GDP এর সাথে নিট উৎপাদন আয় যোগ্য করে পাওয়া যায়- মোট জাতীয় আয়।
- পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ- GNI

বৈশিষ্ট্য

- শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ধরা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য বাদ দিতে হয়।
- দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থিত দেশীয় নাগরিকদের সৃষ্ট আর্থিক অবদান অন্তর্ভুক্ত হয়, দেশের ভেতরে অবস্থিত বিদেশিদের অর্জিত আয় ধরা হয় না।
- দ্রব্যসামগ্রীর দাম হতে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়।
- GNI হিসাব করার সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি চলতি বাজার মূল্যে ধরা হয়, সেক্ষেত্রে তাকে চলতি বাজার মূল্য বলা হয়।

নিট জাতীয় আয় (NNI)

মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বা অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় (Net National Income) বলে।

- GNI থেকে CCI বাদ দিলে পাওয়া যায়- নিট জাতীয় আয়।
- NNP থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে যা থাকে তাই- NNI।
- মুক্ত অর্থনীতিতে NNI বের করার সময় যোগ করতে হয়- নিট রপ্তানি মূল্য।
- NNI = GNI – CCA

নিট দেশজ উৎপাদন (NDP)

মোট দেশজ উৎপাদন হতে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অপচয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যা পাওয়া যায়, তাকে নিট দেশজ উৎপাদন (Net Domestic Product) বলে।

- NDP এর পূর্ণরূপ হলো- Net Domestic Product
- NDP = GDP – CCA.
- GDP থেকে মূলধন সামগ্রী ব্যবহারের ব্যয় বাদ দিলে থাকে- NDP.

CamScanner

মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
▪ কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দেশে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি।	▪ কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি।
▪ দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। ▪ প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।	▪ দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় GDP গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ▪ প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

- নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব
- দ্বৈত গণনার সমস্যা
- মূল্য পরিবর্তন
- অবিক্রীত পণ্যদ্রব্য ও সেবা
- কর ফাঁকি
- তথ্য গোপন রাখা

সামগ্রিক ব্যয়

সকল চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার বর্তমান মূল্যকে সামগ্রিক ব্যয় বলা যায়। সামগ্রিক ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো হলো- **ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয়।**

ভোগ ব্যয়	ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বুঝায়।
বিনিয়োগ ব্যয়	মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। কিন্তু যে বিনিয়োগে আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয় না তথা আয় বাড়লে বা কমলে যে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় না তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলে।
সরকারি ব্যয়	রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকারকে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণসহ নানা খাতে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এসব ব্যয়ের সমষ্টি হলো সরকারি ব্যয়। যেমন- দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, বাঁধ ও বন্দর নির্মাণ, রাজস্ব আদায়জনিত ব্যয়, জননিরাপত্তা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

01. মূলধন দ্রব্যের জন্যে ব্যয়ের পরিমাণকে কী বলে?
A. ভোগ ব্যয় B. অপরিকল্পিত বিনিয়োগ
C. সরকারি ব্যয় D. বিনিয়োগ

02. বর্তমান মূলধন দ্রব্যের সাথে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য সংযোজিত হওয়াকে কী বলে?
A. ভোগ B. বিনিয়োগ
C. আয় D. মূলধন

03. আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে কোনটি থাকে?
A. মোট আয় B. মোট ব্যয়
C. সুযোগ ব্যয় D. সঞ্চয়

04. কোনটি NNI হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না?
A. বেসরকারি ভোগ ব্যয় B. বেসরকারি নিট বিনিয়োগ
C. পরোক্ষ কর D. অবচয় ব্যয়

05. কোন উপাদানটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত?
A. নিট রপ্তানি B. সরকারি ব্যয়
C. ভোগ ব্যয় D. বিনিয়োগ ব্যয়

06. আয়ের পরিবর্তনে কোন ধরনের বিনিয়োগের পরিবর্তন হয় না?
A. মোট বিনিয়োগ B. নিট বিনিয়োগ
C. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ D. প্ররোচিত বিনিয়োগ

07. বিনিয়োগের ভিত্তি হলো-
A. আয় B. ব্যয়
C. ভোগ D. সঞ্চয়

08. সাধারণত যে ভোগ আয় থেকে স্বাধীন তার জন্য যে ব্যয় হয় তা কোন ধরনের ব্যয়?
A. প্ররোচিত B. স্বয়ম্ভূত C. সরকারি D. বেসরকারি

09. কোন ভোগ ব্যয় আয় থেকে স্বাধীন?
A. প্ররোচিত ভোগ ব্যয় B. স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয়
C. ভোগ্যপণ্য আয়ের জন্য ব্যয় D. সরকারি ভোগ ব্যয়

10. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কমলে, আয় বৃদ্ধির ফলে-
A. ভোগ কমবে B. বিনিয়োগ বাড়বে
C. মূলধন বাড়বে D. উপরের সবগুলো

11. NDP = কী?
A. GDP-CCA B. GNI-NNP
C. GNP-CCA D. GNI-CCA

12. মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় নিচের কোনটি যুক্ত হয়না?
A. দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য
B. বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয়
C. দেশে কর্মরত বিদেশীদের আয়
D. নিট রপ্তানি

উত্তরমালা									
01	D	02	B	03	D	04	D	05	A
06	C	07	D	08	B	09	B	10	D
11	A	12	C						

13. প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়?
A. CCA B. NDP
C. GDP D. GNP

14. কোনটি সামগ্রিক ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ?
A. ব্যক্তিগত ব্যয় B. সরকারি ব্যয়
C. সামরিক ব্যয় D. পারিবারিক ব্যয়

15. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
A. মোট জাতীয় আয় B. ব্যয়যোগ্য আয়
C. নিট জাতীয় আয় D. মোট দেশজ আয়

16. আয়ের পরিবর্তনে কোন ধরনের বিনিয়োগের পরিবর্তন হয়না?
A. মোট বিনিয়োগ B. প্ররোচিত বিনিয়োগ
C. স্বয়ংম্ভূত বিনিয়োগ D. নিট বিনিয়োগ

17. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
A. S= Y-C B. Y=C+1
C. C=bY D. C=a+bY

18. S=Y-C সমীকরণটি কোন ধরনের অপেক্ষক?
A. ভোগ B. বিনিয়োগ
C. আয় D. সঞ্চয়

19. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত?
A. নিট রপ্তানি B. সরকারি ব্যয়
C. ভোগ ব্যয় D. বিনিয়োগ ব্যয়

20. বদ্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে?
A. এক B. দুই C. তিন D. চার

21. জাতীয় আয় অপেক্ষা আর্থিক জাতীয় আয় বেশি হলে কি হবে?
A. মুদ্রা সংকুচিত হবে B. মুদ্রাস্ফীতি হবে
C. বাণিজ্য ঘাটতি হবে D. কোনোটিই নয়

22. মোট উৎপাদন থেকে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
A. শ্রম জাতীয় উৎপাদন B. নীট জাতীয় উৎপাদন
C. নিট দেশজ উৎপাদন D. মোট দেশজ উৎপাদন

23. কোনটি হস্তান্তরযোগ্য পাওনা?
A. কর্মচারীর বেতন B. নার্সের সেবা
C. শ্রমিকের পাওনা D. বেকার ভাতা

24. উৎপাদন ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রাপ্য অংশ কি নামে পরিচিত?
A. মুনাফা B. খাজনা C. সুদ D. মজুরি

25. জাতীয় আয়ের বৃত্তকারে প্রবাহের প্রবাহ কয়টি?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

26. তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি?
A. $Y = C + I + G + (X + M)$
B. $Y = C + I + G$
C. $Y = C + I + G + (X - M)$
D. $Y = C + I$

27. দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত
A. GNI B. NNI C. GDP D. CCA

28. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি?
A. Gross New Product
B. Gross Net Product
C. Gross National Product
D. Gross Nominal Product

29. নিচের কোনটি NNP এর সূত্র?
A. $NNP = GNP - CCA$
B. $NNP = GNP + CCA$
C. $NNP = C + I + G$ D. $NNP = CCA - G$

30. আয়ের ওপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে?
A. স্বয়ম্ভূত ভোগ B. গড় ভোগ প্রবণতা
C. প্ররোচিত ভোগ D. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

31. নিচের কোন ব্যয়টি উন্মুক্ত অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত?
A. ভোগ ব্যয় (C) B. সরকারি ব্যয় (G)
C. নিট রপ্তানি (Xn) D. বিনিয়োগ ব্যয় (I)

32. সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
A. বর্তমানের ভোগ B. অতীতের ভোগ
C. ভবিষ্যতের ভোগ D. ভোগের উদ্বৃত্ত

33. কোন সম্পর্কটি সঠিক?
A. $I = G$ B. $C = S$
C. $S = I$ D. $X_n = X + M$

34. নিম্নের কোনটিকে বিনিয়োগের পূর্বশর্ত বলা হয়?
A. আয় B. ব্যয় C. সঞ্চয় D. ভোগ

35. $Y = C + I + G + (X - M)$ = কী হবে?
A. GDP B. GNP C. NNP D. NDP

36. সাধারণত সামগ্রিক ব্যয়ে (AE) সিংহভাগ অংশ নিচের কোন উপাদানে
A. ভোগ B. বিনিয়োগ
C. সরকারি ব্যয় D. নিট রপ্তানি মূল্য

37. একটি উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি?
A. $C + I$ B. $C + I + G$
C. $C + I + G + (X - M)$ D. $C = I(X - M)$

38. কেইনসের মতে আবদ্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
A. $Y = C$ B. $Y = C + I$
C. $Y = C + I + G$
D. $Y = C + 1 + G + (X - M)$

39. জাতীয় আয় ধারণার মধ্যে কোনটি নির্ণয় কঠিন?
A. CA B. NNI
C. GNI D. GDP

40. সঞ্চয় হিসাব করার সূত্র কোনটি?
A. $S = Y + C$ B. $S = Y - C$
C. $S = C - Y$ D. $S = C + Y$

উত্তরমালা									
13	D	14	B	15	B	16	C	17	D
18	D	19	A	20	C	21	B	22	B
23	D	24	A	25	A	26	B		

উত্তরমালা									
27	C	28	C	29	A	30	C	31	C
32	C	33	C	34	C	35	B	36	A
37	C	38	C	39	B	40	B		

41. নিচের কোনটি হস্তান্তর পাওনা নয়?
A. বয়স্ক ভাতা B. বিধবা ভাতা
C. অবসর ভাতা D. অবন্টিত মুনাফা

42. সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি?
A. $Y = C + I + G$ B. $Y = C + I - G$
C. $Y = C + I$ D. $Y = C + NNI$

43. একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিকে কী বলে?
A. মোট দেশজ উৎপাদন B. মোট জাতীয় উৎপাদন
C. নিট দেশজ উৎপাদন D. নিট জাতীয় উৎপাদন

44. ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বদ্ধ অর্থনীতিতে নিচের কোনটি সঠিক?
A. $GDP = C + I + G$
B. $GDP = C + I + G + (X - M)$
C. $GDP = C + I - G$
D. $GDP = C + I + G - (X - M)$

45. GDP হিসাবের সময় নিচের কোন করটি বাদ দিতে হয়?
A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর
C. ভ্যাট D. ভূমি রাজস্ব

46. নিচের কোনটিতে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রতিফলিত হয়?
A. GNP B. GDP
C. NNI D. CCA

47. কোন অর্থনীতিতে GDP ও GNP সর্বদা সমান হয়?
A. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে B. খোলা অর্থনীতিতে
C. নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে D. বদ্ধ অর্থনীতিতে

48. GDP হিসাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়?
A. ভৌগোলিক সীমানা B. প্রাকৃতিক সম্পদ
C. মূলধন দ্রব্য D. জনশক্তি

49. GDP = ?
A. $C + I + G$ B. $C + I + Z$
C. $Y + C + I$ D. $I + Y + G$

50. নিট রপ্তানি শূন্য হলে কী হয়?
A. $GNP < GDP$ B. $GNP > GDP$
C. $GNP \neq GDP$ D. $GNP = GDP$

51. মোট জাতীয় আয় কী?
A. এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের মোট মূল্য
B. দ্রব্য ও সেবাকার্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
C. এক বছরে দেশের বাইরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক মূল্য
D. রপ্তানি দ্রব্যের দ্বারা অর্জিত অর্থ

52. NNP থেকে কী বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়?
A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর
C. ব্যবসায়িক কর D. অবচয় ব্যয়

53. মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা হয় নিচের কোনটি দ্বারা?
A. CCA B. GDP
C. NNI D. NI

54. কোনটি থেকে দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায়?
A. নিট জাতীয় আয় থেকে B. মোট জাতীয় ব্যয় থেকে
C. জাতীয় উৎপাদন থেকে D. নিট উৎপাদন থেকে

উত্তরমালা									
41	D	42	A	43	A	44	A	45	B
46	B	47	D	48	A	49	A	50	D
51	A	52	B	53	C	54	A		

দশম অধ্যায়: মুদ্রা ও ব্যাংক

মুদ্রা বা অর্থ হলো বিনিময়ের মাধ্যম। যা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার, মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, তাই মুদ্রা বা অর্থ। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, জাপানে ইয়েন এবং যুক্তরাজ্যের পাউন্ড স্টার্লিং ইত্যাদি।

- অর্থনীতিবিদ ওয়াকার বলেন- Money is what money does.
- অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বুঝায়।

মুদ্রার কার্যাবলি

(ক) **বাণিজ্যিক কার্যাবলি:** বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, স্থগিত লেনদেনের মান, সঞ্চয়ের বাহন, মূল্য স্থানান্তরের বাহন, ঋণের ভিত্তি, তারল্যের মান, তৃপ্তি বৃদ্ধি করার উপায় এবং বণ্টনের কাজ।

(খ) **সামাজিক কার্যাবলি:** সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তার প্রতীক।

- দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে। আবার দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অর্থের মূল্য ও দ্রব্যের দামের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমানত বা ঋণ

- **প্রত্যক্ষ আমানত:** জনগণ ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে যে আমানত সৃষ্টি করে তাকে প্রকৃত আমানত বা প্রত্যক্ষ আমানত বলে।
- **পরোক্ষ আমানত :** সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে। এ ধরনের আমানতকে সৃষ্ট আমানত বা পরোক্ষ আমানত বলে।

বিহিত মুদ্রা

সরকার আইন বলে যে অর্থ বাজারে প্রচলন করে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে যা জনগণ আইনত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বিহিত মুদ্রা ২ প্রকার। যথা-

(১) অসীম বা সীমাহীন বিহিত মুদ্রা

যে অর্থ দ্বারা যেকোনো পরিমাণের লেনদেন কাজ সম্পন্ন করা যায় তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে সাধারণত কাগজি অর্থকে বুঝায়।

বাংলাদেশে ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকার কাগজি নোট অসীম বিহিত মুদ্রা।

(২) সসীম বা সীমিত বিহিত মুদ্রা

যে অর্থ দ্বারা আইনত একটা নির্দিষ্ট সীমার অধিক পরিমাণ অর্থের লেনদেন কাজ সম্পন্ন করা যায় না তাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে।

বাংলাদেশে ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ৫০ পয়সা এবং ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকার ধাতব মুদ্রাও সসীম বিহিত মুদ্রা। বর্তমানে এর প্রচলন তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

ঐচ্ছিক মুদ্রা বা প্রায় মুদ্রা

যে মুদ্রা গ্রহণ করার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং তা গ্রহণ করা গ্রহীতার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যেমন- চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি। এসব ঋণপত্র মুদ্রার মতো কাজ করলেও এগুলো মুদ্রা নয়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায়, তাকে অর্থের মূল্য বলে।

অধ্যাপক ফিসার তাঁর বিনিময় সমীকরণে দেখান যে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে দ্রব্যের দামের সঙ্গে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দ্রব্যের দামস্তর দ্বিগুণ হয় কিন্তু অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। এক্ষেত্রে দামস্তর (P) বা বাড়লে অর্থের মূল্য (V_m) হ্রাস পায় এবং দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য সম্পর্ক বিপরীত।

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন

পণ্যদ্রব্যের দামস্তর পরিবর্তনের সাথে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার যে পরিবর্তন হয়, তাকেই অর্থের মূল্যের পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

যারা মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে	যোগান সৃষ্টিকারী উপাদান
▪ ব্যক্তি	▪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
▪ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান**	▪ বাণিজ্যিক ব্যাংক
▪ শিল্প প্রতিষ্ঠান	▪ বিশেষায়িত ব্যাংক
▪ সরকার	▪ দেশীয় ব্যাংক
▪ বিলের দালাল	▪ স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ

***কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন- বিমা কোম্পানি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট, সঞ্চয়ী ব্যাংক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বাজারে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে।*

❑ **অর্থ সরবরাহ বা যোগানের মূল উপাদান হলো ৩টি।** যথা-
- ➢ জনগণের হাতের মুদ্রা
- ➢ ব্যাংকের চাহিদা আমানত এবং
- ➢ ব্যাংকের মেয়াদি আমানত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

অধ্যাপক আর্ভিং ফিসার অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তাই ফিসারের 'অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

বিনিময় সমীকরণ

অধ্যাপক ফিসার তাঁর প্রদত্ত মূল বক্তব্যকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করেন:

$$MV = PT$$

[এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে V ও T স্থির থাকলে M এর সাথে P এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। অর্থাৎ অর্থের যোগান বাড়লে দ্রব্যের দামস্তর বাড়ে।]

M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ
V = অর্থের গড় প্রচলন গতি
P = সাধারণ দামস্তর
T = লেনদেনের পরিমাণ

❖ **অর্থের চাহিদা (Demand of Money = PT)**

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও দামের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণকে (T) এর দাম (P) দিয়ে গুণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অর্থের চাহিদা (PT) পাওয়া যায়।

❖ **অর্থের যোগান (Supply of Money = MV)**

অর্থের যোগান বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে বোঝায়। মোট অর্থের পরিমাণকে (M) এর প্রচলন গতি (V) দ্বারা গুণ করে মোট অর্থের যোগান (MV) পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

মুদ্রা বাজারের শীর্ষে থেকে দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে যে ব্যাংক তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মুদ্রা ও নোট প্রচলন, মুদ্রামান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার পরিচালনা, ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে লেনদেনের কাজ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সরকারের অর্থ সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচ্ছত্র অধিকার। যেহেতু সরকারের জন্য কাজ করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়। বরং জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ-

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত ২টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পদ্ধতি ২টি হলো-

(১) **পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৩টি হাতিয়ার (উপকরণ) ব্যবহার করে থাকে। যথা- ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি, খোলা বাজার নীতি এবং নগদ জমার হার পরিবর্তন।

(২) **গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** ঋণের রেশনিং, ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা, প্রত্যক্ষ আদেশ, নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

অনুশীলনী

01. 'Money is what Money does' সংজ্ঞাটি কোন অর্থনীতিবিদের?
A. রবার্টসন B. ওয়াকার
C. ক্রাউথার D. কেইন্‌স

02. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন আমানতের ওপর সুদ দেয় না?
A. চলতি আমানত B. সঞ্চয়ী আমানত
C. স্থায়ী আমানত D. মেয়াদি আমানত

03. কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা?
A. ৫০০ টাকার চেক B. ৫০০ টাকার ড্রাফট
C. ৫০০ টাকার নোট D. ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড

04. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়?
A. নোট ইস্যু B. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
C. আমানত গ্রহণ D. নিকাশ ঘর পরিচালনা

05. CCA কী?
A. Capital Consumption Allowance
B. Cost of Capital in Average
C. Cost of Capital Assumed
D. Curren Cost of Administration

06. ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে কী সৃষ্টি হয়?
A. প্রকৃত আমানত B. পরোক্ষ আমানত
C. সৃষ্ট আমানত D. বিহিত মুদ্রা

07. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি?
A. সামাজিক মর্যাদা রক্ষা B. মনস্তাত্ত্বিক কাজ
C. বাণিজ্যিক কাজ D. সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা

08. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণপত্র?
A. চেক B. ব্যাংক নোট
C. ক্রেডিট কার্ড D. ডেবিট কার্ড

09. অর্থের মূল্য নিচের কোনটি ওপর নির্ভরশীল?
A. মজুরি স্তর B. আয় স্তর
C. দাম স্তর D. উৎপাদন স্তর

10. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো-
A. মুনাফা অর্জন করা B. জনকল্যাণ করা
C. নতুন নোট ছাপানো D. আমানত সংগ্রহ করা

11. অর্থ সরবরাহ থেকে কোন উপাদান বাদ দিয়ে চাহিদা আমানত পাওয়া যায়?
A. জনগণের হাতের মুদ্রা
B. মেয়াদি আমানত
C. জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত
D. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত মুদ্রা

12. সসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি?
A. ০.৫ পয়সা B. ১০ টাকা
C. ১৫ টাকা D. ৫০ টাকা

উত্তরমালা												
01	B	02	A	03	C	04	C	05	A			
06	A											

উত্তরমালা												
07	C	08	C	09	C	10	A	11	C			
12	A											

13. ফিশারের বিনিময় সমীকরণ কোনটি?

A. $MT = VP$ B. $MV = PT$
C. $MP = VT$ D. $M = VPT$

14. মুদ্রা কী?

A. তরল সম্পদ B. টাকা পয়সা
C. বিনিয়োগের মাধ্যম D. প্রাচুর্য

15. 'Money is waht money does'–সজ্ঞাটি কার?

A. সেয়ার্স B. রবার্টসন
C. ওয়াকার D. ক্লাউথার

16. সরকারি নোট কোনটি?

A. ২ টাকা B. ৫ টাকা
C. ১০ টাকা D. ২০ টাকা

17. ঐচ্ছিক মুদ্রা কোনটি?

A. ১০ টাকার নোট B. ৫ টাকার নোট
C. সঞ্চয়পত্র D. ৫০০ টাকার নোট

18. কোনটি মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদান?

A. কেন্দ্রীয় ব্যাংক B. বিমা কোম্পানি
C. বাণিজ্যিক ব্যাংক D. বিশেষায়িত ব্যাংক

19. মুদ্রার যোগান হ্রাস পেলে কী ঘটে?

A. দামস্তর বৃদ্ধি পায় B. অর্থের মূল্য হ্রাস পায়
C. অর্থের চাহিদা হ্রাস পায় D. অর্থের মূল্য বৃদ্ধিপায়

20. অর্থের মূল্য (V_m) নিচের কোনটির উপর নির্ভরশীল?

A. মজুরি স্তর B. আয় স্তর
C. দাম স্তর D. উৎপাদন স্তর

উত্তরমালা									
13	B	14	C	15	C	16	A	17	C
18	B	19	D	20	C				

21. অর্থের মূল্য বলতে কী বুঝায়?

A. দাম নির্ধারণের ক্ষমতা B. ভোগ করার ক্ষমতা
C. ক্রয় করার ক্ষমতা D. আয় করার ক্ষমতা

22. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি?

A. মুদ্রা ও নোট প্রচলন B. বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
C. ঋণ নিয়ন্ত্রণ D. হিসাব সংরক্ষণ

23. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণপত্র?

A. চেক B. ব্যাংক নোট
C. ক্রেডিট কার্ড D. ডেভিড কার্ড

24. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?

A. নোট প্রচলন B. ঋণ প্রদান
C. ঋণ নিয়ন্ত্রণ D. রিজার্ভ হার নিয়ন্ত্রণ

25. কোনটি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস নয়?

A. মহাজন B. ব্যাংক
C. NGO D. কৃষি ব্যাংক

26. কোনটি সুদ মুক্ত ব্যাংক হিসেবে পরিচিত?

A. কেন্দ্রীয় ব্যাংক B. বাণিজ্যিক ব্যাংক
C. ইসলামী ব্যাংক D. সমবায় ব্যাংক

27. বীমা মূলত একটি–

A. চুক্তি B. ঋণপ্রদানকারী সংস্থা
C. NGO D. কোনোটিই নয়

28. 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানটি কোথায় মুদ্রিত আছে?

A. এক টাকার নোটে B. দুই টাকার নোটে
C. পাঁচ টাকার মুদ্রায় D. দুই টাকার মুদ্রায়

উত্তরমালা									
21	C	22	A	23	C	24	B	25	
26	C	27	A	28	D				